স্বাধীনতা এবং মর্যাদা

("কোন কারণে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করতে পারে**?" -** ফিলোসফি স্ট্যাক এক্সচেঞ্জে পোস্ট করা প্রশ্নের উত্তর**)**

অনুবাদ সম্পর্কে নোট

এই লেখাটি ইতালীয় এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছিল, এবং উভয় সংস্করণই সরাসরি আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল: আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে এগুলি বিশ্বস্তভাবে আমার চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত করে। অন্যান্য সমস্ত ভাষার জন্য, আমি গুগল অনুবাদ ব্যবহার করেছি, কারণ আমার কাছে অনুবাদগুলি পেশাদারভাবে পর্যালোচনা করার সুযোগ নেই। যেকোনো ছোট ত্রুটি বা ভুলের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এটি একটি অত্যন্ত

কার্যকর হাতিয়ার এবং পাঠক যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভর করতে পারেন; তবে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে আমার চিন্তাভাবনার কিছু সূক্ষ্মতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা হয়নি। তবে, আমি মনে করেছি যে তাদের মাতৃভাষায় এই প্রতিফলনগুলিতে আগ্রহী পাঠকদের বাদ দেওয়ার চেয়ে অসম্পূর্ণ সংস্করণগুলি অফার করাই ভাল। আপনার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ, এবং আনন্দের সাথে পড়ার জন্য।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করতে পারে কিনা এই প্রশ্নটি সম্পূর্ণরূপে "গণতন্ত্র" বলতে কী বোঝায় তার উপর নির্ভর করে। যদি গণতন্ত্র কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠদের অত্যাচার হয়, তবে উত্তরটি তুচ্ছ: পর্নোগ্রাফি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছার কারণে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে, আর কোনও যুক্তি বা "ভিত্তি"

প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠরা সর্বদা ন্যায়সঙ্গত বা জ্ঞানী হয় না। ইতিহাস এমন সম্মিলিত সিদ্ধান্তের গুরুতর উদাহরণ প্রদান করে যা গভীর অবিচারের দিকে পরিচালিত করে। সর্বোপরি, এটি কোনও রাজা বা অত্যাচারী ছিল না, বরং জনতার ইচ্ছা ছিল যা যীশুর ক্রুশবিদ্ধকরণের দাবি করেছিল। আর যখন ব্যক্তিকে নীরব করে দেয় তখন সম্মিলিত "পুণ্য" কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, তা এর চেয়ে ভালো আর কিছুই ব্যাখ্যা করে না। স্পষ্টতই আমি নীতিগতভাবে নিষেধাজ্ঞাবাদীদেরকে সেই জনতার সাথে তুলনা করতে চাইছি না যারা তার ক্রুশবিদ্ধকরণের জন্য চিৎকার করেছিল, বরং কেবল একটি পুনরাবৃত্ত ঐতিহাসিক প্যাটার্ন দেখাতে চাইছি: জনতার নৈতিক ভ্রান্তি। ইতিহাসের অন্যান্য দুঃখজনক পর্বেও একই রকম গতিশীলতা দেখা যায়, যেখানে কর্তৃপক্ষ, জনতার ক্রোধ বা আতঙ্কের ভয়ে, ন্যায়বিচারের জন্য নয়, বরং তাদের নিজস্ব জনপ্রিয়তা রক্ষা করার জন্য, অথবা কেবল জনতার চাপ

প্রতিরোধ করার নৈতিক শক্তির অভাবের কারণে ব্যক্তিদের বলি দেয়। এরকম একটি ঘটনা ছিল প্লেগের সময় মিলানের নাপিত জিয়ান গিয়াকোমো মোরার নির্যাতন এবং মৃত্যুদন্ড, একটি বিচারে যা জনপ্রিয় হিস্টিরিয়া এবং প্রমাণের চেয়ে বলির পাঁঠার প্রয়োজন দ্বারা বেশি পরিচালিত হয়েছিল, যেমন আলেসান্দ্রো মানজোনি স্টোরিয়া ডেলা কোলোনা ইনফেম-এ বর্ণনা করেছেন। মানজোনি যেমন লিখেছেন, কর্তৃপক্ষ যুক্তি দ্বারা নয় বরং

> একটি সাধারণ প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার ভয়, যতটা নিশ্চিত তাড়াহুড়ো ছিল, নির্দোষ মানুষকে আবিষ্কার করলে কম চালাক দেখাবে, জনতার কান্না নিজেদের বিরুদ্ধে নিয়ে যাবে।

এটি জনতার কাছ থেকে আসা অ-প্রাতিষ্ঠানিক চাপ কতটা শক্তিশালী হতে পারে তার একটি স্পষ্ট স্মারক। আরেকটি উদাহরণ হল ডাইনি বিচারের দীর্ঘ ইতিহাস, যেখানে ভয়, অজ্ঞতা

এবং জনসাধারণের চাপ অকথ্য নিষ্ঠুরতার দিকে পরিচালিত করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, "জনগণের ইচ্ছা" বুদ্ধিমান বা ন্যায়সঙ্গত ছিল না: এর তুষ্টি সত্য, মর্যাদা এবং নিরীহ জীবনের মূল্যে এসেছিল। তদুপরি, যদি কেউ নৈতিক বৈধতার জন্য যথেষ্ট মানদন্ড হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে রক্ষা করার জন্য জোর দেয়, তবে তাদের নিম্নলিখিত যৌক্তিক পরিণতি মেনে নিতে হবে: চূড়ান্ত সমাধান গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে, কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন নিয়ে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা একটি শাসনব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আবার, অবশ্যই, এটি পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করাকে গণহত্যার সাথে তুলনীয় বলে বোঝানোর জন্য নয়, বরং কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে যথেষ্ট নৈতিক মানদন্ড হিসাবে বিবেচনা করার ভ্রান্তি প্রদর্শন করার জন্য। গণতন্ত্র কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়: এটি ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা থেকে রক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা পদ্ধতির একটি কাঠামো, যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের

স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত। নৈতিক এবং আইনি সীমা ছাড়াই, এটি গণতান্ত্রিক বৈধতার আড়ালে স্বৈরাচারের একটি রূপে পরিণত হয়, একটি জনপ্রিয় মুখের সর্বগ্রাসী ক্ষমতার একটি রূপ। কেউ কেউ আপত্তি জানাতে পারেন: যদি গণতন্ত্রের কোনটি বৈধ তা সংখ্যাগরিষ্ঠরা নির্ধারণ না করে, তাহলে কে করে? এই প্রশ্নটি গণতান্ত্রিক বিরোধের কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত করে। উত্তরটি, একই সাথে, খুব সহজ এবং অত্যন্ত জটিল।

i) একদিকে, স্পষ্টতই এই সত্য যে ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের, কিন্তু এই ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়; এটি সীমাবদ্ধতার দ্বারা সীমাবদ্ধ। এবং এটি একটি অগণতান্ত্রিক অবস্থান নয়। আমি নিশ্চিত যে যে কোনও যুক্তিসঙ্গত পাঠক একমত হবেন যে সমাজের সকল ধরণের ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মৌলিক সীমা (যদি আপনি চান তবে মতবাদ) থাকতে

হবে, এমনকি সবচেয়ে বৈধ ক্ষমতার ক্ষেত্রেও (সরকার, বিচারক, পুলিশ, পিতামাতা, ইত্যাদি)।

ii) অন্যদিকে, এই সীমাগুলি সংজ্ঞায়িত এবং নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক দর্শনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং স্থায়ী দ্বিধাগুলির মধ্যে একটি, এমন একটি সমস্যা যা এমনকি মহান মনকেও চ্যালেঞ্জ করেছে।

অ্যালেক্সিস ডি টোকভিল লিখেছেন:

> আমি এটিকে একটি অশুভ এবং ঘৃণ্য নীতি বলে মনে করি যে, রাজনৈতিকভাবে বলতে গেলে, জনগণের যেকোনো কিছু করার অধিকার রয়েছে; এবং তবুও আমি জোর দিয়ে বলেছি যে সমস্ত কর্তৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত হয়। তাহলে, আমি কি আমার সাথে বিরোধিতা করছি?

প্রায় দুই শতাব্দী পরেও, আমাদের কাছে এখনও এই মিলিয়ন ডলারের প্রশ্নের একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই: কীভাবে আমরা গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রকাশ করতে পারি এবং একই সাথে এর নিজস্ব ভঙ্গুরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারি? অ্যান অ্যাপলবাম যেমন সতর্ক করেছেন,

>সঠিক পরিস্থিতি দেওয়া হলে, যে কোনও সমাজ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যদি ইতিহাসের কিছু থাকে, তবে আমাদের সমস্ত সমাজ অবশেষে তা করবে।

এই পর্যবেক্ষণ হতাশাবাদ নয়, বরং বাস্তববাদ। গণতন্ত্র কেবল অভ্যুত্থান, বহিরাগত অস্থিতিশীলতা বা সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমেই ভেঙে পড়ে না। কখনও কখনও, যারা তাদের রক্ষা করার দাবি করে তাদের দ্বারাই ধীরে ধীরে তাদের পতন ঘটে।

শিক্ষাটি স্পষ্ট: গণতন্ত্র কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের পছন্দ বাস্তবায়নের চেয়ে বেশি কিছু হওয়া উচিত। এটি এমন একটি ব্যবস্থা হওয়া উচিত যা স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

স্পষ্টতই, আমি এখানে এত গভীর দার্শনিক প্রশ্নগুলির সমাধান করার কথা ভাবছি না। আমি কেবল এটুকুই বলব যে, যদি গণতন্ত্রকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে বোঝানো হয় যা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠদের পছন্দ প্রয়োগের পরিবর্তে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রক্ষা করে, তাহলে পর্নোগ্রাফির নিষেধাজ্ঞার জন্য কঠোর ন্যায্যতা প্রয়োজন। জন স্টুয়ার্ট মিল যেমন সতর্ক করেছিলেন:

>মানুষ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের একটি অংশকে নিপীড়ন করতে চাইতে পারে, এবং ক্ষমতার অন্য যেকোনো অপব্যবহারের বিরুদ্ধে যতটা সতর্কতা প্রয়োজন, এর বিরুদ্ধে ততটাই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

এই কথাগুলি আমাদের মামলার সারমর্মকে নিখুঁতভাবে ধারণ করে।

আধুনিক আবিষ্কারের চেয়েও অনেক দূরে, যৌনতাপূর্ণ উপাদান প্রাচীনকালের সবচেয়ে দূরবর্তী গভীরতায় ফিরে যায়, যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে কিন্তু সর্বদা মানুষের আকাঙ্ক্ষার একটি কালজয়ী দিক প্রতিফলিত করে, সঙ্গীত, গণিত বা হাস্যরসের মতো অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রকাশের মতোই সর্বব্যাপী। পরেরটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক: পর্নোগ্রাফির মতো, কমেডি মানব স্বাধীনতার এমন একটি মাত্রা প্রকাশ করে যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অস্থির করে তোলে। তারা প্রায়শই ক্ষমতার অযৌক্তিকতা, অথবা নিষিদ্ধতা এবং মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করেছে, এবং সেই কারণে, উভয়কেই প্রায়শই স্নেসর করা হয়েছে, কলঙ্কিত করা হয়েছে, অথবা নীরব করা হয়েছে।

যৌনতা এবং হাসি একটি গোপন বিষয় ভাগ করে নেয়: উভয়ই আনন্দের সাথে ভয়কে বিলীন করে দেয়। এবং ঠিক এই কারণেই যারা ভয়ের দ্বারা শাসন করে তারা সর্বদা তাদের নীরব করার চেষ্টা করেছে। তবুও তারা টিকে থাকে কারণ তারা মানুষের আত্মার মধ্যে আদিম এবং অদম্য কিছুকে কণ্ঠ দেয়, যা কোনও ডিক্রি বা মতবাদ কখনও মুছে ফেলতে পারেনি। অবশ্যই, সমস্ত পর্নোগ্রাফি শ্লিপ হতে চায় না, তবে সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত কমেডি বা সমস্ত সাহিত্যও নয়। মূল কথা হলো, ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি, এমনকি যখন বাণিজ্যিকীকরণ করা হয়, তখনও অন্যান্য সম্মতিসূচক স্ব-প্রতিনিধিত্বের মতোই একই মৌলিক সম্মানের দাবি রাখে। মানব অভিব্যক্তির অন্য যেকোনো রূপের মতো, পর্নোগ্রাফি বা হাস্যরসের অস্তিত্বের জন্য ন্যায্যতার প্রয়োজন হয় না। বরং, তাদের নিষেধাজ্ঞার জন্য যুক্তিসঙ্গত যুক্তির প্রয়োজন হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন:

>একটি সভ্য সম্প্রদায়ের যেকোনো সদস্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য হল অন্যদের ক্ষতি রোধ করা। তার নিজের ভালো, শারীরিক বা নৈতিক, যথেষ্ট প্রমাণ নয়।

এবং এটি কেবল একটি তাত্ত্বিক উদ্বেগ নয়: এটি এমন একটি মৌলিক স্তম্ভ যার উপর একটি সত্যিকারের উদার গণতন্ত্র নির্মিত হয়। যদি আমরা এই নীতি গ্রহণ করি, তাহলে প্রমাণের ভার সম্পূর্ণরূপে তাদের উপর বর্তায় যারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়, তাদের উপর নয় যারা ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে। অন্য কথায়, একটি মুক্ত সমাজের মৌলিক নীতি হল যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নিজেকে ন্যায্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। তবে এটি লক্ষ করা উচিত যে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অন্যদের প্রভাবিত করে এমনগুলির মধ্যে সীমানা সর্বদা স্পষ্ট নয়।

প্রকৃতপক্ষে, এই পার্থক্য রাজনৈতিক দর্শনের সবচেয়ে গভীর এবং স্থায়ী চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি উত্থাপন করে।

সুতরাং, একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল প্রশ্ন হল "কেন পর্নোগ্রাফি অনুমোদিত হওয়া উচিত?" নয়, বরং, যেমনটি সঠিকভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, "এর নিষেধাজ্ঞার জন্য কি কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে?"। সংক্ষিপ্ত উত্তর হল, একটি মুক্ত সমাজে, প্রতিটি সম্মতিপ্রাপ্ত প্রাপ্তবয়স্কের তাদের নিজস্ব প্রকৃতি এবং ইচ্ছা অনুসারে তাদের যৌনতা প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। পর্নোগ্রাফি দেখা বা তৈরি করা এই নীতির মধ্যে পড়ে। ঠিক যেমন কাউকে খেলাধুলা দেখতে বা খেলতে বাধ্য করা হয় না, তেমনি কাউকে পর্নোগ্রাফি দেখতে বা অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় না। কিন্তু নৈতিক কারণে এটি নিষিদ্ধ করার অর্থ হল সকলের উপর যৌনতার এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়া যা সর্বজনীন নয়, বরং কেবল একটি

ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। অবশ্যই, খেলাধুলার সাথে সমান্তরালতা সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত নয়, কারণ পর্নোগ্রাফি কেবল তাদেরই বিরক্ত করতে পারে না যারা (অনাগ্রহী প্রাপ্তবয়স্কদের) এটি অ্যাক্সেস করতে চায় না বা (অপ্রাপ্তবয়স্কদের) এটি অ্যাক্সেস করতে দেয় না, বরং যারা এটি উপভোগ করে তাদেরও বিরক্ত করতে পারে, তবে শুধুমাত্র তাদের পছন্দের নির্দিষ্ট মুহূর্ত এবং প্রেক্ষাপটে: এমনকি যারা পর্নোগ্রাফির প্রশংসা করে তারাও সক্রিয়ভাবে এটি অনুসন্ধান করার সময়ের বাইরে অযাচিত প্রকাশের ইচ্ছা করে না। যেমন উপদেশক বিজ্ঞতার সাথে বলেছেন: "সবকিছুর জন্য একটি সময় আছে"। কিন্তু এটি পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি নয়, বরং নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যাক্সেসের প্রশ্ন। এটা স্পষ্ট যে এটি বিশেষ যত্ন সহকারে আইন প্রণয়ন করা উচিত।

আমরা এখন প্রধান আপত্তিগুলি পরীক্ষা করতে পারি এবং সেগুলি সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি, কারণ এটি, যেমনটি আমরা দেখেছি, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার একমাত্র অর্থপূর্ণ উপায়।

1) পর্নোগ্রাফি কি বিপজ্জনক**?**

একটি ঘন ঘন সমালোচনা হল যে পর্নোগ্রাফি বিপজ্জনক, হয় যারা এটি তৈরি করে বা যারা এটি ব্যবহার করে তাদের জন্য।

1.1) যারা এটি তৈরি করে তাদের জন্য বিপজ্জনক**?**

আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই: প্রাপ্তবয়স্ক বিনোদন শিল্পের বিশালতার পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বিশ্বাস করা অবাস্তব হবে যে গুরুতর সমস্যাগুলির অস্তিত্ব নেই। এই সমস্যাগুলির মধ্যে কিছু নিঃসন্দেহে অপরাধমূলক, যার মধ্যে রয়েছে মানসিক চাপ,

মানসিক হেরফের এবং অনৈতিক কর্মপরিবেশ। এই কারণে, এই ধরনের নির্যাতনের সম্ভাব্য গুরুত্ব হ্রাস করা এই যুক্তি দিয়ে যে অভিনয়শিল্পীদের সর্বদা প্রত্যাখ্যান করার বিকল্প ছিল, কেবল ভাসাভাসা নয়, এটি বিপজ্জনক। এই বিষয়গুলির উপর কোনও গুরুতর আলোচনা এই ধরনের অতি সরলীকরণের উপর নির্ভর করতে পারে না। এটি আমার মতামত নয়, এবং আমি এখানেও এটি রক্ষা করার ইচ্ছা করি না। নির্যাতন কেবল নৈতিক নিন্দার দাবি রাখে না বরং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে আইনি বিচারেরও দাবি রাখে। বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটে, গতিশীলতা ব্যক্তিগত যৌন সম্পর্কের মতো নয়। যদি পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়, তাহলে একজন অভিনয়শিল্পী "এটি নয়" বা "আজ নয়" না বলার জন্য চাপ অনুভব করতে পারেন, কেবল কারণ তারা একটি বেতনভুক্ত, কাঠামোগত এবং প্রত্যাশা-পূর্ণ পরিবেশে থাকে। উভয় পরিস্থিতিই নীতিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ তৈরি করে। প্রথমটি সমস্যাযুক্ত কারণগুলি খুব স্পষ্ট: সম্মতি অবশ্যই নির্দিষ্ট

হতে হবে, কেবল সাধারণ নয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি ("আজ নয়" বলতে অক্ষম বোধ করা) ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে, এমনকি সবচেয়ে যৌনভাবে প্রাণবন্ত এবং আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরাও এমন মুহূর্তগুলি অনুভব করেন, কখনও কখনও দীর্ঘ সময় ধরে, যখন আকাঙ্ক্ষা ম্লান হয়ে যায়। এবং এটিও সম্মানের দাবি রাখে। আকাঙ্ক্ষার নিজস্ব ঋতু আছে, এবং স্বাধীনতার অর্থ হল কেবল সেই মুহূর্তগুলিকে সম্মান করা যখন এটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে না, বরং সেই মুহূর্তগুলিকেও সম্মান করা যখন এটি ম্লান হয়ে যায়, অথবা নীরবে প্রত্যাহার করে নেয়। আকাঙ্ক্ষা অনুভব না করার অধিকার কোনও ত্রুটি নয়: এটি আমাদের মানবতার একটি দিক, এবং এটি এমন একটি দিক যা উৎপাদনের ছন্দ বা অন্যদের প্রত্যাশা দ্বারা মুছে ফেলা উচিত নয়। এটি পরিস্থিতিকে সাধারণ যৌনতার চেয়ে আরও নাজুক করে তোলে এবং এটি সত্য যে বাণিজ্যিক প্রেক্ষাপটগুলি এই ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। তবে এটিও মনে রাখা

গুরুত্বপূর্ণ যে এই একই গতিশীলতা, দুঃখজনকভাবে, অস্বাস্থ্যকর ব্যক্তিগত প্রেক্ষাপটে ঘটতে পারে এবং পেশাদার পর্নোগ্রাফির তুলনায় অনেক বেশি তীব্রতার সাথে, যেখানে এমনকি অনৈতিক আচরণও কাজের জনসাধারণের প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। অন্যান্য সম্ভাব্য বিপজ্জনক কর্মপরিবেশের মতো, প্রকৃত নিরাপত্তা নির্ভর করে সুষ্ঠু আইন প্রণয়নের উপর, প্রক্রিয়াটি পরিচালনাকারীদের বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতি এবং নৈতিক সচেতনতার উপর এবং সুলিখিত চুক্তির উপর।

মানবিক ঘনিষ্ঠতার সকল রূপের মতো যৌন অভিব্যক্তিও সর্বদা মুক্ত থাকতে হবে, কখনও ঋণী হতে হবে না। কোনও অবস্থাতেই কারও দেহ উৎসর্গ করতে নৈতিকভাবে বাধ্য বোধ করা উচিত নয়। আকাঙ্ক্ষাকে কর্তব্যে পরিণত করা মানে তার আত্মাকে নিভিয়ে দেওয়া। অবশ্যই, আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই নিজেকে উৎসর্গ করা স্নেহ বা উদারতার কাজ হতে পারে (যদিও

মানবিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ; এবং উভয় সঙ্গী যদি কেবল অন্যকে খুশি করার জন্য প্রেম করে তবে কী হবে? পরিহাস এবং বিরোধিতামূলকভাবে, ফলাফল হল কেউ সন্তুষ্ট হয় না)। তবে এটি সর্বদা একটি পছন্দ হিসাবে থাকা উচিত, কখনও প্রত্যাশা নয়। আনন্দের প্রতি মানসিক উন্মুক্ততা, যখন খাঁটি এবং মুক্ত, অবশ্যই ঘনিষ্ঠতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে, তবে এটিকে কখনই বাধ্যবাধকতার সাথে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। একটি পেশাদার বাধ্যবাধকতা যা লজ্জা ছাড়াই প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং একটি নৈতিক প্রত্যাশা যা প্রত্যাখ্যানকে অপরাধবোধে পরিণত করে তার মধ্যে একটি মৌলিক নৈতিক পার্থক্য রয়েছে। বিবাহের পুরুষতান্ত্রিক মডেলগুলিতে, না বলা প্রায়শই আপনাকে "স্বার্থপর" করে তোলে। অবশ্যই, এটি দুটি ক্ষেত্রকে সমান করার জন্য নয়। তবে আমরা যদি সৎ হই, তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে মানসিক জবরদস্তি এবং নৈতিক প্রত্যাশা নিয়ন্ত্রিত পেশাদার প্রেক্ষাপটের তুলনায় ব্যক্তিগত

সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও ছলনাপূর্ণভাবে কাজ করতে পারে। পার্থক্য হল কাজটি প্রত্যাখ্যান করার নৈতিক পরিণতির মধ্যে। সুস্থ পেশাদার প্রেক্ষাপটে, একজন অভিনয়শিল্পী যেকোনো মুহূর্তে নিজেকে নৈতিকভাবে দুর্বল হিসেবে না দেখেই নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। এর অর্থনৈতিক পরিণতি হতে পারে, কিন্তু কেউ তার মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। তার "না" তার মূল্যকে কলঙ্কিত করে না। এবং তার কল্পনাগুলি, যদি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা হয়, তাকে লজ্জা দেওয়া উচিত নয়। নিজের শরীরকে আটকে রাখার স্বাধীনতা এবং নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করার স্বাধীনতা একই মর্যাদার দুটি দিক। কর্তব্য এবং প্রত্যাশা দ্বারা গঠিত একটি বিষাক্ত বিবাহে, একই "না" অপরাধবোধ, মানসিক চাপ বা নীরব হতাশার সাথে মেটানো যেতে পারে। মূল্য আর্থিক নয়, এটি সম্পর্কযুক্ত: স্নেহ, সম্মান বা শান্তি প্রত্যাহার করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি কোনও পরিষেবা নয়। স্বাধীনতা সেখানেই শেষ হয় যেখানে প্রাপ্যতা

অনুমান করা হয় এবং যেখানে স্বাধীনতা শেষ হয়, মর্যাদাও তাই।

অবশ্যই, কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে গুরুতর অপরাধের উপস্থিতিই সরাসরি নিষেধাজ্ঞার ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তারা দাবি করতে পারেন যে যে কেউ সৎ এবং স্পষ্টবাদী, স্পষ্টতই স্বীকার করে (এটা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত নয় যে এই আকারের একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা গুরুতর বিষয় দ্বারা অস্পৃশ্য রয়ে গেছে) তাকে হয় সবচেয়ে উগ্র নিষেধাজ্ঞাবাদীদের পক্ষ নিতে হবে, অথবা ভয়ঙ্কর অসংবেদনশীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। কিন্তু এই ধরণের চিন্তাভাবনা প্রতিটি জটিল বাস্তবতাকে দ্বিমুখী যুক্তিতে পরিণত করে। আমি আরও যুক্তি দেব, অন্তত দুটি সত্য রয়েছে যা কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়:

i) প্রথমত, অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ, দুর্ভাগ্যবশত, প্রতিটি মানব ক্ষেত্রে, এমনকি সবচেয়ে মহৎ হিসাবে বিবেচিত ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। আনুষ্ঠানিক সম্মতি এবং বাস্তব, সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার মধ্যে উত্তেজনা পর্নোগ্রাফির জন্য অনন্য কোনও সমস্যা নয়: এটি বিবাহ সহ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে, যেখানে মানসিক চাপ, সামাজিক প্রত্যাশা বা আর্থিক নির্ভরতা একজন ব্যক্তির পছন্দকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তবুও আমরা এর রোগগত ক্ষেত্রের কারণে বিবাহ নিষিদ্ধ করি না। আমরা এর গুরুত্ব স্বীকার করি এবং এর মধ্যে যারা দুর্বল তাদের রক্ষা করার জন্য কাজ করি। একই যুক্তি এখানেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

ii) দ্বিতীয়ত, গুরুতর সমস্যার উদ্ভবের সম্ভাবনা এমন কিছু নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না যা অনেক মানুষের কাছে কেবল অভিব্যক্তি বা সৌন্দর্যের একটি রূপই নয়, বরং জীবনের একটি গভীর ব্যক্তিগত এবং গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা, যেমন

বিশ্বাস একজন বিশ্বাসীর জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই, আমরা এমন ঘনিষ্ঠ অর্থের ক্ষেত্রগুলির সাথে মোকাবিলা করছি যা বাইরে থেকে বিচার করা যায় না। ঠিক যেমন আমরা দাবি করি না যে একটি বিশ্বাস বৈধ হওয়ার জন্য সম্মিলিত নিয়ম মেনে চলে, তেমনি আমাদের যৌন অভিব্যক্তি থেকেও তা দাবি করা উচিত নয়।

নিষেধাজ্ঞা, উপরে আলোচিত সমস্যাগুলির সমাধান করা থেকে দূরে, অন্যান্য সমস্যা তৈরি করে, ঠিক ততটাই গুরুতর, যাদের জন্য প্রদর্শনী একটি গভীর অস্তিত্বগত প্রয়োজন তাদের স্বাধীনতার অস্বীকৃতি থেকে শুরু করে। সমস্যাগুলিকে ধারণকারী সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট ধ্বংস করে নির্মূল করা রোগীকে হত্যা করে ক্যান্সারের "নিরাময়" করার চেষ্টা করার মতো; অথবা অনৈতিক অনুশীলনকে সমর্থন করার ঝুঁকি দূর করার জন্য খাওয়া, পোশাক পরা বা ফোন ব্যবহার করতে অস্বীকার করার মতো। পরিবর্তে, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে ভাল, মুক্ত এবং

অস্তিত্বের যোগ্য জিনিসগুলি সংরক্ষণ করে মন্দকে অপসারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। ঠিক এই ধরনের ক্ষেত্রেই বিচক্ষণতা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

যদিও অপরাধের নিন্দা এবং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে বিচার করা উচিত, তবুও পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি নেই। ইতিহাস দেখায় যে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা চাহিদা দূর করে না। তারা এটিকে গোপনে, এমন বাজারে নিয়ে যায় যেখানে অপব্যবহার সনাক্ত করা, প্রতিরোধ করা বা শাস্তি দেওয়া কঠিন। পর্নোগ্রাফি ব্যতিক্রম হবে বলে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। অবশ্যই, এর অর্থ এই নয় যে নিয়ন্ত্রণ সর্বদা সঠিক উত্তর। কিছু বাজার নিষিদ্ধকরণের যোগ্য (যেমন মানব পাচার, শিশু শোষণ, বা কঠোর ওষুধ) কারণ তারা যে ক্ষতি করে তা সহজাত এবং তদারকির মাধ্যমে নির্মূল বা হ্রাস করা যায় না। তবে, পর্নোগ্রাফির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়: সহজাতভাবে

ক্ষতিকারক বাজারের বিপরীতে, এটি সঠিক নিয়মকানুন দিয়ে নিরাপদে কাজ করতে পারে, ন্যায্য কাজের পরিবেশ, অবহিত সম্মতি এবং বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করে। বৈধতা পরিপূর্ণতার গ্যারান্টি দেয় না, তবে এটি স্বচ্ছতা এবং পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়। খোলা জায়গায় কাজ করে এমন একটি খাত বিকশিত হতে পারে, উন্নতি করতে পারে এবং নৈতিক মান মেনে চলতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এই বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং যদি এটি এখনও অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়, তবে যারা এর অংশ হতে চান তাদের স্বাধীনতা অস্বীকার না করে, কর্মীরা যদি কঠোর নৈতিক সার্টিফিকেশনের জন্য চাপ দেন তবে এটি অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে।

অপরাধ সম্পর্কে উদ্বেগ বোধগম্য এবং বৈধ। তবে, এই কারণে পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা উচিত বলে যুক্তি দেওয়া যতটা

অযৌক্তিক হবে, ততটাই অযৌক্তিক হবে যে গির্জাকে তাদের মধ্যে নিপীড়নকারী ব্যক্তিদের অস্তিত্বের কারণে বিলুপ্ত করা উচিত (এবং এটা মনে রাখা উচিত যে এই অপরাধগুলি পেশাদার পর্নোগ্রাফির মধ্যে ঘটতে পারে এমন যেকোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর, কারণ আমি নামও বলতে চাই না, যদিও সেগুলি সকলের কাছে পরিচিত)। স্পষ্টতই, এটি একটি অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়া হবে। অনেক মানুষের কাছে গভীর মূল্যবোধ ধারণ করে এমন কিছু সংরক্ষণ করা, যদিও দৃঢ় নৈতিক তত্ত্বাবধানের দাবি করে, তা ভুক্তভোগীদের যন্ত্রণার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা নয়, এটি অস্বীকার নয়, বরং বিচক্ষণতা: যা এখনও বিদ্যমান থাকার যোগ্য তা থেকে নিন্দিত হওয়া উচিত তা আলাদা করার ক্ষমতা। একই কথা পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তর্কযোগ্যভাবে মানব সমাজের সবচেয়ে পবিত্র প্রতিষ্ঠান, ভালোবাসা এবং যত্নের জন্মস্থান। এবং তবুও, যখন পরিবার বিষাক্ত হয়ে ওঠে, তখন এটি সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক

মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের জন্যও হতে পারে। আমাদের কি সেই কারণে পরিবারকে বিলুপ্ত করা উচিত? অবশ্যই না। কারণ আমরা বুঝতে পারি যে লক্ষ লক্ষ জীবনের জন্য এর মূল্য অপরিসীম, এবং ব্যথার উত্তর ধ্বংস নয়, বরং ন্যায়বিচার। আমরা যা অর্থপূর্ণ এবং সুন্দর তা ধ্বংস করি না, যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। আমরা যা এখনও টিকে থাকার যোগ্য তা নিরাময়, সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য প্রচেষ্টা করি।

যে যুক্তি সংস্কারের পরিবর্তে বাতিল করে এবং বোঝার পরিবর্তে সরলীকরণ করে, সেই যুক্তি অনুসরণ করে আমাদের কাজ, খেলাধুলা, সঙ্গীত, শিক্ষা, পর্যটন, খেলাধুলা, স্বেচ্ছাসেবকতা, অথবা কার্যত যেকোনো মানবিক কার্যকলাপ বা প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ করতে হবে, কারণ অপরাধ যেকোনো প্রেক্ষাপটে ঘটতে পারে। এমনকি মানবতার অন্যতম মহৎ কার্যকলাপ, দাতব্য প্রতিষ্ঠানও

গুরুতর কেলেঙ্কারিতে জড়িত। হাইতিতে অক্সফাম কেলেঙ্কারির কথা বিবেচনা করুন, যেখানে কিছু মানবতাবাদী কর্মী দুর্বল নারীদের শোষণ করার জন্য তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। আমাদের কি এই কারণে দাতব্য প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ করা উচিত? না, অবশ্যই নয়। সমস্যাটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এর মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিদের শিকার করে এমন ব্যক্তিদের।

একই যুক্তি পর্নোগ্রাফির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: শিল্পে স্পষ্ট নিয়মকানুন প্রয়োগ নিষিদ্ধ করার কারণ নয়, বরং জড়িতদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার একটি উপায়, ঠিক যেমন অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে। তাছাড়া, এই ঘটনার মাত্রা যেমন এই বিশ্বাস করা অযৌক্তিক করে তোলে যে নির্যাতন কখনও ঘটে না, তেমনি এই ধারণা করার কোনও কারণ নেই যে ঐতিহ্যবাহী কর্মক্ষেত্রের তুলনায় এই শিল্পে অসদাচরণ বেশি প্রচলিত, যেখানে বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন প্রায়শই বন্ধ দরজার আড়ালে এবং

জনসাধারণের নজরদারির বাইরে ঘটে, যা গোপন থাকে কারণ সেই পরিবেশগুলিকে সম্মানজনক এবং বিতর্কিত বলে মনে করা হয়।

এই মুহূর্তে, হাজার হাজার মানুষ যথাযথ সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই নির্মাণস্থলে কাজ করছে, এমন একটি বাস্তবতা যা প্রতি বছর হাজার হাজার মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। এবং তবুও, আমরা নির্মাণ নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানাই না, কারণ আমরা এর সামাজিক মূল্য এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুরক্ষা উন্নত করার সম্ভাবনা উভয়ই স্বীকার করি। পর্নোগ্রাফি, যেখানে ঝুঁকি তুলনামূলক নয়, কেন তাকে আরও বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করা উচিত?

কিছু ক্ষতি আইনে লেখা নেই। সমস্ত ক্ষত অপরাধ নয়, তবে তবুও তারা ক্ষত। তাই তারা গুরুত্বপূর্ণ। পর্নোগ্রাফির মধ্যে কি এমন পরিবেশ আছে যা বিষাক্ত? অনিবার্যভাবে উত্তর, কোথাও,

সর্বদা হ্যাঁ। এই আকারের কোনও মানব ক্ষেত্রই এই ধরণের সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। তবে যৌন প্রকাশের সমগ্র ক্ষেত্রকে নিন্দা করার এটি কোনও কারণ নয়। কেউ কেউ কি পর্নোগ্রাফি ব্যবহার করে আকাঙ্ক্ষাকে অন্বেষণ না করে বরং তা নিশ্চিহ্ন করার জন্য ব্যবহার করতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। পৃথিবী এমন লোকেদের দ্বারা পরিপূর্ণ যারা তাদের না বোঝা জিনিসের ক্ষতি করে। খুব সাবধান থাকুন: এটি কোনও দৃশ্য কতটা স্পষ্ট, বা কল্পনা কতটা তীব্র হতে পারে তার বিষয় নয়। যখন একজন মহিলা তার গভীর আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন, এমনকি সবচেয়ে সাহসী, বন্যতম আকাঙ্ক্ষাগুলিও, তখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সেগুলি তার, জোর করে প্রকাশ করা হয় না। এবং সেই স্বাধীনতার মধ্যে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত: সাহসের সাথে নিজের যৌনতাকে আলিঙ্গন করার অধিকার, অথবা এটি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার। উভয় পছন্দ (এবং এর মধ্যে সবকিছু) বৈধ। তার স্বাধীনতা, তার

যৌনতা কীভাবে বাঁচবে তা বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রের তার আত্মনিয়ন্ত্রণ, তার সুখ: এগুলিই পার্থক্য তৈরি করে। (এবং এই সত্যটি পর্নোগ্রাফির বাইরেও পৌঁছে।) পরিশেষে, ঠিক যেমন আমরা বিবাহকে নিষিদ্ধ করি না কারণ কিছু লোক এটিকে বিষাক্ত কিছুতে রূপান্তরিত করে (টেকনিক্যালি কোনও অপরাধ না করে), তেমনি আমাদের পর্নোগ্রাফিকে নিষিদ্ধ করা উচিত নয় কারণ কেউ কেউ এর অপব্যবহার করে, অথবা তারা এটিকে কেবল অর্থোপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করে, এমন কিছুকে পরিণত করে যা একজন ব্যক্তির গভীরতম সত্ত্বাকে সম্মান করতে পারে এমন কিছুতে পরিণত করে যা ফাঁপা, আত্মাহীন, অর্থহীন, সৌন্দর্যের প্রতি অন্ধ যা এটি প্রকাশ করা উচিত ছিল।

অন্যদিকে, যেকোনো বৃহৎ মানবিক প্রচেষ্টায় পরিসংখ্যানগতভাবে অনিবার্য গুরুতর অসদাচরণের অস্তিত্ব ইতিবাচক এবং গভীর অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার বাস্তবতাকে অস্বীকার

করে না: শিল্পের অনেক মানুষ তাদের ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে কথা বলেন, এমনকি যখন কোনও আর্থিক আগ্রহ ন্যূনতম বা অনুপস্থিত থাকে। এবং ফর্মুলা 1 চালকদের মতো, তারা অনুশোচনা থেকে নয়, বরং কেবল এই কারণে যে তারা অনুভব করেছিল যে জীবনের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করার সময় এসেছে, সম্ভবত পারিবারিক উদ্বেগ বা অন্যান্য ব্যক্তিগত কারণে প্রভাবিত হয়ে। এই ইতিবাচক প্রশংসাপত্রগুলি এমন বাস্তবতা যা উপেক্ষা করা যায় না। কেউ কেউ হয়তো এটিকে পর্নোগ্রাফির একটি সরল বা "রোম্যান্টিক" দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু যা সত্যিকার অর্থে নির্বোধ তা হল এই ধারণা যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা এবং আকাঙ্ক্ষাকে একটি একক, সরলীকৃত বর্ণনায় পরিণত করা যেতে পারে। যে কোনও মহিলা পর্নোগ্রাফিতে তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে কথা বলেন, তিনি কেবল আর্থিক লাভের জন্যই তা করেন, এই ধারণাটি একটি অ-মিথ্যাবাদী দাবি। কার্ল পপার

যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, এমন একটি তত্ত্ব যা অভিজ্ঞতাগতভাবে পরীক্ষা করা যায় না তা বৈজ্ঞানিকভাবে বৈধ নয়। যদি প্রতিটি ইতিবাচক সাক্ষ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে আর্থিক স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত বলে খারিজ করা হয়, তাহলে এমন কোনও পর্যবেক্ষণ নেই যা এই তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি বিবৃতি সমালোচনামূলকভাবে গ্রহণ করা উচিত, তবে নীতিগতভাবে সমস্ত অনুকূল সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার হিসাবে খারিজ করা যুক্তিসঙ্গত অবস্থানের পরিবর্তে একটি গোঁড়ামি গ্রহণের সমান। এবং যুক্তি নয়, গোঁড়ামি হল বোঝার আসল শত্রু।

ঝুঁকির প্রশ্নে ফিরে আসা যাক, এটা লক্ষণীয় যে অনেক সামাজিকভাবে গৃহীত কার্যকলাপে পর্নোগ্রাফির চেয়েও অনেক বেশি বিপদ জড়িত, যেমন মোটর রেসিং, চরম পর্বতারোহণ, অথবা আগ্নেয়গিরি এবং গুহার মতো মারাত্মক পরিবেশে বৈজ্ঞানিক

অনুসন্ধান। এই সাধনাগুলি বিপজ্জনক, তবুও সমাজ এগুলি বাতিল করার আহ্বান জানায় না, কারণ বিপদটি স্বেচ্ছাসেবী এবং অবহিত। প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে অর্থ খুঁজে পায়: কারও কাছে যা বেপরোয়া বা অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে তা হল, অন্যদের কাছে, জীবন পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা। তাই পর্নোগ্রাফির বিরোধিতা প্রায়শই দৃশ্যমান ক্ষতির সাথে কম উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় এবং যৌন অভিব্যক্তির সাথে সাংস্কৃতিক অস্বস্তিতে বেশি প্রোথিত। একটি মুক্ত সমাজে, সম্মতিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার কোনও যুক্তি নেই কারণ কেউ কেউ এটিকে ঝুঁকিপূর্ণ বা অযৌক্তিক বলে মনে করে। যারা সত্যিই যত্নশীল তাদের যুক্তি দেওয়া উচিত, বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত নয়।

1.2) যারা এটি দেখেন তাদের জন্য বিপজ্জনক**?**

একটি সাধারণ যুক্তি হল যে পর্নোগ্রাফি মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও পর্নোগ্রাফির নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে, বিশেষ করে মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের উপর, আমি প্রায়শই ভাবি যে সমাজে সাধারণত দেখা যায় এমন গভীর আক্রমণাত্মক, অভদ্র এবং হতাশাজনক আচরণগুলি, অন্তত আংশিকভাবে, যৌন নিপীড়নের ফলে হতে পারে কিনা। যদিও আমি মনোবিজ্ঞানে দক্ষতা দাবি করি না, তবুও এটি একটি বৈধ দার্শনিক প্রশ্ন যে অপূর্ণ যৌন চাহিদা দীর্ঘায়িত হলে তা মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণ হতে পারে কিনা। এটি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য নয়, বরং একটি দার্শনিক অসামঞ্জস্যতা তুলে ধরার জন্য: আমরা পর্নোগ্রাফির সম্ভাব্য ক্ষতি পরীক্ষা করি, যদিও খুব কমই আমরা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এর অনুপস্থিতির সম্ভাব্য মানসিক পরিণতি বিবেচনা করি, বিশেষ করে যখন এই অনুপস্থিতি লজ্জা বা অভ্যন্তরীণ অপরাধবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়।

যাইহোক, পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে উদ্বেগজনক দাবির বিপরীতে, আমি স্বীকার করি যে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটি অনুমান, নিশ্চিততা নয়। এটাও জোর দিয়ে বলা উচিত যে আমার উদ্দেশ্য পরিহারের সমালোচনা করা নয়, যা একটি বৈধ এবং ব্যক্তিগত পছন্দ যা অনেক ব্যক্তির জন্য কোনও নেতিবাচক পরিণতি বহন করতে পারে না। আমার বক্তব্য কেবল এই যে যারা সম্পর্কে নেই এবং যারা পতিতাবৃত্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং যাদের জন্য নৈমিত্তিক যৌনতা একটি কাঙ্ক্ষিত বা অ্যাক্সেসযোগ্য বিকল্প নয়, তাদের জন্য ব্যবহারিক বিকল্পগুলি সীমিত। এই ধরনের ক্ষেত্রে, পছন্দটি হয় কোনও ধরণের আত্ম-উদ্দীপনার উপর নির্ভর করে, যার মধ্যে পর্নোগ্রাফি বা পরিহার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে পর্নোগ্রাফি ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে: এটি তা করে না। কিন্তু কিছু পরিস্থিতিতে, এটি একটি চাপ ভালভ হিসেবে কাজ করতে পারে: জমে থাকা উত্তেজনা দূর করার এবং

একটি কার্যকর অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখার একটি উপায়, যেখানে দমন-পীড়ন অন্যথায় কষ্টের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন মানসিক চাপ এড়িয়ে চলা। এটি একটি আদর্শ নয়; এটি কেবল একটি মানবিক বাস্তবতা। যদি আমরা সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, তাহলে আমাদের ন্যায্যভাবে তাদের মূল্যায়ন করা উচিত, ধরে না নিয়ে যে পর্নোগ্রাফি সহজাতভাবে নিরপেক্ষ, যখন পর্নোগ্রাফি সহজাতভাবে ক্ষতিকারক, এবং এটি জিজ্ঞাসা করা মূল্যবান যে পর্নোগ্রাফির ঝুঁকিগুলি দীর্ঘায়িত বা জোরপূর্বক পর্নোগ্রাফির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলিকে সত্যিই ছাড়িয়ে যায় কিনা।

বিশেষ করে যৌনতার বিকৃত ধারণার বিষয়টি সম্পর্কে, আমি অস্বীকার করি না যে, কিছু ব্যক্তির জন্য, বিশেষ করে যারা সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার সাথে লড়াই করে, পর্নোগ্রাফির নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে যেমন উদাহরণস্বরূপ অবাস্তব

প্রত্যাশার বিকাশ, তবে এটি পর্নোগ্রাফির জন্য অদ্ভুত কিছু নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় পারফেকশনের ধর্ম বা মূলধারার চলচ্চিত্র এবং সিরিজের আদর্শিক চিত্রায়ন বিবেচনা করুন। আমরা নিশ্চিতভাবে যা জানি তা হল সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তিকর এবং বাস্তবতার বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে। কেবল কেমট্রেইল, টিকা-বিরোধী আন্দোলন, সমতল-পৃথিবীবাদ, অথবা বিবর্তন তত্ত্ব প্রত্যাখ্যানের মতো ষড়যন্ত্র তত্ত্বের বিস্তার বিবেচনা করুন।

সোশ্যাল মিডিয়ার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য আন্দোলন থাকলেও খুব কম সংখ্যকই সরাসরি নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাব দেয়। পরিবর্তে, সচেতনতা বৃদ্ধি, দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই, অ্যালকোহল এবং অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক-কেন্দ্রিক বিষয়বস্তুর মতো, পর্নোগ্রাফি কেবল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্যই অ্যাক্সেসযোগ্য থাকা উচিত।

অপ্রাপ্তবয়স্করা যাতে এটি অ্যাক্সেস করতে না পারে তা নিশ্চিত করা একটি পৃথক বিষয়, যা নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত, সবার জন্য নিষেধাজ্ঞা নয়।

কিছু মানুষের কি পর্নোগ্রাফির বাধ্যতামূলক ব্যবহার তৈরি হয়? অবশ্যই, ঠিক যেমন বিজ্ঞান দেখায় যে এটি টেলিভিশন, ভিডিও গেম এবং এমনকি পড়াশোনা, পুষ্টি বা শারীরিক ব্যায়ামের মতো স্বাস্থ্যকর কার্যকলাপের সাথেও ঘটতে পারে। বিজ্ঞান বোঝার জন্য, নৈতিক ধর্মযুদ্ধকে বৈধতা দেওয়ার জন্য নয়। যারা বাধ্যতামূলক আচরণের সাথে লড়াই করে তাদের ঔষধ এবং থেরাপির মাধ্যমে সাহায্য নেওয়া উচিত। তারা যত্ন, সমর্থন এবং সম্মান পাওয়ার যোগ্য, এমন স্নেসরীয় রাষ্ট্র নয় যা তাদের কষ্টের নামে অন্য সকলকে শাস্তি দেয়। এটি তাদের জন্য বা অন্যদের জন্য ন্যায্য বা মর্যাদাপূর্ণ হবে না। আমি মাঝে মাঝে একটি বিয়ার পান করি, এবং আমার স্ত্রী প্রতি শুক্রবার লটারিতে

দুটি ইউরো খেলে। কিছু লোক মদ্যপান বা জুয়ার আসক্তিতে ভুগছে বলে কি উভয়কেই নিষিদ্ধ করা উচিত? কেন আমরা শান্তিতে মূলত ক্ষতিকারক "দুর্নীতি" উপভোগ করার জন্য স্বাধীন থাকব না? সমস্যাটি পর্নোগ্রাফি, সোশ্যাল মিডিয়া, জুয়া, স্মার্টফোন ব্যবহার, কেনাকাটা বা নিজেদের মধ্যে অ্যালকোহল নয়, বরং তারা যে প্রেক্ষাপটে জড়িত তা নিয়ে।

কেউ কেউ WHO-এর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে কৌশলগতভাবে আপত্তি জানাতে পারে, কিন্তু এটি একটি ভুল উপস্থাপনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করার পক্ষে কথা বলে না। তাদের উদ্বেগগুলি দুর্বল জনগোষ্ঠীকে (বিশেষ করে অপ্রাপ্তবয়স্কদের, যাদের এটির অ্যাক্সেস থেকে কঠোরভাবে বাদ দেওয়া উচিত) রক্ষা করার উপর কেন্দ্রীভূত, প্রাপ্তবয়স্কদের যৌন অভিব্যক্তি নিষিদ্ধ করার উপর নয়। ঠিক যেমন এটি অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

করে, এমন সরঞ্জামগুলির উপর নিষেধাজ্ঞার আহ্বান না জানিয়ে যা তাদের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, যেমন স্মার্টফোন, অত্যন্ত মূল্যবান।

উপসংহারে, যদিও এটি অনস্বীকার্য যে পর্নোগ্রাফির নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে, এটিকে সামাজিক ব্যাধি হিসাবে চিত্রিত করা একটি চরম অতিরঞ্জন যা বাস্তবতাকে বিকৃত করে। বেশিরভাগ মানুষের জন্য, সাধারণ পরিস্থিতিতে, এটি বিনোদনের একটি ক্ষতিকারক রূপ হিসাবে কাজ করে। এর অর্থ এই নয় যে এটি সকলের জন্য ক্ষতিকারক নয়, তবে অন্যান্য ধরণের প্রাপ্তবয়স্ক বিনোদনের মতো, এটি প্রতিকূল পরিণতি ছাড়াই বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা দায়িত্বের সাথে উপভোগ করা যেতে পারে। নৈতিক আতঙ্ককে উস্কে দেওয়ার পরিবর্তে, আরও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি হবে দায়িত্বশীল ব্যবহারের উপর মনোনিবেশ

করা, ঠিক যেমন আমরা অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক-কেন্দ্রিক শিল্পের ক্ষেত্রে করি।

2) পর্নোগ্রাফি বিলুপ্ত কি অন্তরঙ্গ বিষয়বস্তুর অবৈধ প্রচার রোধ করবে**?**

পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করার একটি যুক্তি হতে পারে যে এটি ব্যক্তিগত যৌন বিষয়বস্তুর অননুমোদিত প্রচারে অবদান রাখে। এটি একটি গভীর উদ্বেগজনক বিষয় যা কেবল আমাদের মনোযোগের দাবি রাখে না, বরং ভুক্তভোগীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি এবং অটল সংহতির দাবি রাখে। লজ্জা সম্পূর্ণরূপে তাদের যারা তাদের বিশ্বাস লঙ্ঘন করে, অথবা এটি খায়, তাদের নয়। তারা একা নন, এমন কিছু মানুষ আছেন যারা তাদের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের কাছে, আমি বলব: যদি আজ অসহনীয় মনে হয়, তাহলে ধরে রাখুন। আপনি এই যন্ত্রণার চেয়েও বেশি

কিছু। আপনি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং ন্যায়বিচারের যোগ্য। আপনার সাথে যা করা হয়েছে তা দিয়ে আপনি সংজ্ঞায়িত নন। যাইহোক, আইনি পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করে (যারা যৌন অভিব্যক্তি এবং প্রদর্শনকে তৃপ্তিদায়ক বলে মনে করে তাদের স্বাধীনতা সীমিত করে) এই সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে এই ধারণাটি একাধিক কারণে ত্রুটিপূর্ণ (যদিও পুরুষরাও ভুক্তভোগী হতে পারে, কলঙ্ক এবং পরিণতি প্রায়শই মহিলাদের জন্য আরও গুরুতর: স্পষ্টতার জন্য, তাই আমি পরবর্তী পদক্ষেপে নারী মামলার কথা উল্লেখ করব)।

কল্পনা করা যাক, একটি দমনমূলক এবং তাই পর্নোগ্রাফি-বিরোধী রাষ্ট্রের (ফ্যাসিস্ট, কমিউনিস্ট, ধর্মতান্ত্রিক, ইত্যাদি), একজন মহিলা নিজের একটি অন্তরঙ্গ ভিডিও সম্মতি ছাড়াই শেয়ার করার অভিযোগ করেন: তিনি কি সুরক্ষিত থাকবেন নাকি "অনৈতিক কাজের" জন্য তিনি নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকবেন? যেসব

দেশে নিয়মকানুন রয়েছে, সেখানে ভিডিওর অবৈধ বিতরণের প্রতিবেদন এবং শাস্তি দেওয়ার জন্য আইনি সরঞ্জাম রয়েছে। তবে, নিষেধাজ্ঞাবাদী দেশগুলিতে, ভুক্তভোগীরা ন্যায়বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন, কারণ যৌন বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা কলঙ্কিত বা এমনকি অপরাধীও হতে পারে, যা সম্ভাব্যভাবে তাদের নির্যাতনের প্রতিবেদন করা থেকে বিরত রাখতে পারে।

কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ দেশগুলিতে এই সমস্যাটি কম প্রচলিত কারণ, তত্ত্বগতভাবে, সম্মতি ছাড়া কোনও অন্তরঙ্গ ভিডিও শেয়ার করা যাবে না। তবে, এই যুক্তিটি অন্তত দুটি কারণে গভীরভাবে ত্রুটিপূর্ণ।

প্রথমত, এমনকি যেসব দেশে পর্নোগ্রাফি বৈধ এবং ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়, সেখানেও সম্মতি ছাড়াই অন্তরঙ্গ সামগ্রী বিতরণ বা

অনুসন্ধান একটি অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ, যার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট আইন প্রয়োগ করে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা এবং ফৌজদারি আইনের অধীনে অপরাধীদের বিচার করা হয়। এই সুরক্ষাগুলিকে শক্তিশালী করা এবং তাদের প্রয়োগ নিশ্চিত করা একটি মহৎ উদ্দেশ্য যা অটল সমর্থনের যোগ্য।

দ্বিতীয়ত, যদিও আমরা ধরে নিই যে, অযৌক্তিকভাবে, নিষিদ্ধকরণবাদী দেশগুলিতে একটি অন্তরঙ্গ ভিডিও কম সহজে ছড়িয়ে পড়ে, তবুও এর কোনও পরিবর্তন হবে না: প্রচার কমানোর অর্থ কিছুই নয় যদি মূল্য ভুক্তভোগীকে চুপ করিয়ে দেয় বা তার যৌনতাকে অপরাধী করে তোলে। তদুপরি, অবৈধভাবে ছড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি অগত্যা বৃহৎ পরিসরে ঘটে না, এটি পরিচিতদের মধ্যে ঘটতে পারে, গভীর এবং অন্যায্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে পারে এবং এটি অ্যাক্সেসযোগ্য পর্নোগ্রাফির পরিমাণ নির্বিশেষে। এই ব্যথা এমন প্রেক্ষাপটে আরও ভয়াবহ

হতে পারে যেখানে যৌনতাকে দৃঢ়ভাবে কলঙ্কিত করা হয়: ঠিক যেসব দেশে যৌনতা নিষিদ্ধ এবং পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ, সেখানে ভুক্তভোগীর প্রতিশোধ নেওয়ার ঝুঁকি আরও বেশি, কারণ কেবল তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে প্রকাশ করা হয় না, বরং তাকে সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত একটি কাজের জন্য দোষী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে, ভুক্তভোগীর নিজেকে রক্ষা করার কোনও উপায় নেই, অন্যদিকে যারা ভিডিওটি ছড়িয়ে দেয় তারা শাস্তি পায় না বা এমনকি সামাজিক ভন্ডামিতে সমর্থন পায় যা পুরুষদের তুলনায় নারীদের বেশি নিন্দা করে।

3) পর্নোগ্রাফি কি অবমাননাকর**?**

এই সমালোচনাটি একটি অত্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ অনুমানের উপর ভিত্তি করে: কে সিদ্ধান্ত নেয় কোনটি "অপমানজনক" এবং

কার জন্য? আমি এখানে সকল মূল্যবোধকে আপেক্ষিক করে তুলতে চাই না। বরং, আমি একটি মৌলিক নীতিগত বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই: যখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি যৌন অভিব্যক্তির প্রতি বৈধ, সুপরিচিত সম্মতি দেয় এবং এতে কোনও লজ্জা বা ক্ষতি বোধ করে না, তখন আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে এটিকে "অপমানজনক" বলা কি সেই কাজের প্রতিফলন, নাকি এর উপর কোনও বাহ্যিক নৈতিক বিচারের প্রতিফলন?

এমন একটা সময় ছিল যখন ফ্লুবার্টের মাদাম বোভারিকেও অশ্লীলতার জন্য বিচার করা হয়েছিল। এবং দীর্ঘ সময় ধরে, সিস্টিন চ্যাপেলে মাইকেলেঞ্জেলোর ফ্রেস্কোও তাদের নগ্নতার কারণে কলঙ্কজনক বলে বিবেচিত হত। যাকে "অপমানজনক" বলে মনে করা হয় তা সর্বদাই মূলত একটি বস্তুনিষ্ঠ সত্যের চেয়ে সাংস্কৃতিক উপলব্ধির বিষয় ছিল। থিয়েটারকেও দীর্ঘকাল ধরে

অসম্মানজনক বলে মনে করা হত, এমনভাবে যা আজ কল্পনা করা কঠিন। কাজের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যেতে পারে: অনেক অতীত সমাজে, আমরা এখন যাকে একটি মহৎ এবং মর্যাদাপূর্ণ সাধনা বলে মনে করি তা একসময় লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হত। "দ্য বেট্রোথেড"-এর ৪র্থ অধ্যায়ে, আলেস্সান্দ্রো মানজোনি একজন বণিকের গল্প বলেছেন, যিনি বৃদ্ধ হয়ে "এই পৃথিবীতে কিছু করার জন্য যে সময় ব্যয় করেছিলেন" তার জন্য লজ্জিত ছিলেন এবং তার স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা এবং সূক্ষ্ম রসবোধের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে "বিক্রয় কেনাকাটার চেয়ে হাস্যকর আর কিছু নয়", যা তুলে ধরেছে যে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় একটি কার্যকলাপকে অবমাননাকর বলে বিবেচনা করা কতটা অযৌক্তিক।

3.1) কার জন্য অবমাননাকর**?**

একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বেচ্ছায় যে কোনও কিছুতে জড়িত থাকে তাকে "অপমানজনক" হিসাবে চিহ্নিত করা কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতির বাহ্যিক প্রক্ষেপণ, বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতার পরিবর্তে। আমি স্বীকার করব: আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক রিয়েলিটি শোকে জড়িতদের মর্যাদা এবং বুদ্ধিমত্তা উভয়ের জন্যই অবমাননাকর বলে মনে করি, তবে আমি স্বীকার করি যে এটি রুচির বিষয়, আইনি উদ্বেগের বিষয় নয়। অন্যরা সেগুলি উপভোগ করে এবং এটিই যথেষ্ট। অবশ্যই, আমরা সকলেই একমত হতে পারি যে আইন অনুসারে এই জাতীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার স্পষ্ট লঙ্ঘন হবে।

অন্যদিকে, যদি দাবি করা হয় যে পর্নোগ্রাফি দর্শকের জন্য অবমাননাকর, তাহলে খেলাধুলা, চলচ্চিত্র বা তথ্যচিত্র দেখার চেয়ে যৌনতা দেখা কেন বেশি অবমাননাকর?

কেউ হয়তো যুক্তি দিতে পারে যে পর্নোগ্রাফি তৈরি করা অপমানজনক। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিবাচক এবং পরিপূর্ণ কিছু অনুভব করে, তবে কেবল এই কারণেই এটি সমালোচনা করার কোনও কারণ নেই যে এটি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নীতিমালার সাথে খাপ খায় না। পর্নোগ্রাফিতে নোংরা কথা বলা বা নিয়ন্ত্রণ এবং আত্মসমর্পণের সম্মতিপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক অন্বেষণের মতো গতিশীলতা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তবে এগুলি পারস্পরিক সম্মতি এবং ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি স্থানের মধ্যে সংঘটিত হয়, যা মৌলিকভাবে তাদের বলপ্রয়োগ থেকে আলাদা করে। ধর্ষকের অসুস্থ মনকে উত্তেজিত করে এমন নিপীড়নের সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। মৌলিক পার্থক্য হল সম্মতি: যা একটি যৌন গতিশীলতাকে আকর্ষক করে তোলে তা হল *অবিকল* এই সত্য যে এটি উভয় পক্ষই স্বাধীনভাবে বেছে নেয় এবং উপভোগ করে, যেকোনো ধরণের নির্যাতনের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারে না।

এটিও লক্ষণীয় যে কিছু ব্যক্তি আধিপত্য এবং আত্মসমর্পণের সম্মতিপূর্ণ গতিশীলতায় গভীর পরিপূর্ণতা খুঁজে পান, যা সহিংসতা বা কষ্টের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং বিশ্বাস, মানসিক আত্মসমর্পণ এবং নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্বলতার ভূমিকা অন্বেষণের ভাগ করা আনন্দের মধ্যে। এটিও যৌন প্রকাশের একটি বৈধ এবং অর্থপূর্ণ রূপ, যতক্ষণ না এটি স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হয় এবং পারস্পরিকভাবে উপভোগ করা হয়। নীতিগতভাবে সুস্থ থাকার জন্য, এই গতিশীলতাগুলিকে গভীর আবেগগত সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করতে হবে এবং বেছে নিতে হবে কারণ এগুলি জড়িতদের অভ্যন্তরীণ সত্যের সাথে প্রতিধ্বনিত হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতাগুলিকে "অপমানজনক" হিসাবে চিহ্নিত করা মানব যৌনতার বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করে এবং অন্যদের উপর নিজের ব্যক্তিগত অস্বস্তি প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি করে। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল সাহসী অভিব্যক্তিই নয়, নীরবতাও অন্তর্ভুক্ত। কিছু মানুষ যৌনতার দিকে ঝুঁকে তাদের

স্বায়ত্তশাসন প্রকাশ করে; অন্যরা, এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে। কোনও ধরণের স্বাধীনতা অন্যের চেয়ে বেশি বৈধ নয়। বিরত থাকা দমন-পীড়ন নয়, এবং অনাগ্রহ ব্যর্থতা নয়। হ্যাঁ বলার স্বাধীনতার অর্থ কেবল এক মুহূর্ত নয়, বরং পুরো জীবনের জন্য না বলার সমান স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া, পর্নোগ্রাফি অগত্যা সাহসী গতিশীলতাকে গ্রহণ করে না। এটি অভিব্যক্তির একটি বিশাল বর্ণালীকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে রয়েছে সবচেয়ে নরম এবং রোম্যান্টিক রূপের কামুকতা থেকে শুরু করে আরও স্পষ্ট অভিনয়। পর্নোগ্রাফির কোনও একক সংজ্ঞা নেই, ঠিক যেমন যৌনতা অনুভব করার কোনও একক উপায় নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমস্ত রূপ সম্মতি এবং ব্যক্তিগত পছন্দের উপর ভিত্তি করে।

যদি কোনও যৌন অভিজ্ঞতা সচেতনভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেছে নেওয়া হয় এবং নিরাপদে বসবাস করা হয়, তাহলে এটিকে

অবমাননাকর বলে মনে করা হবে কিনা তা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার, নিষেধাজ্ঞার যুক্তিসঙ্গততা নয়। কারোর পক্ষে এই কথা বলা হাস্যকর যে, "না, তোমার এভাবে উপভোগ করা উচিত নয়, কারণ আমি এটা পছন্দ করি না"। পরিশেষে, এই নীতিটি অন্য যেকোনো মানবিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: এবং আমি আবার চরম পর্বতারোহণের সাথে তুলনাটি খুব আকর্ষণীয় বলে মনে করি: কেউ কেউ এটিকে অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক বলে মনে করেন আবার অন্যদের জন্য এটি একটি দুঃস্বপ্ন হবে। এই অভিজ্ঞতা থেকে প্রথমটিকে বঞ্চিত করা প্রায় ততটাই গুরুতর অপরাধ হবে যতটা পর্নোগ্রাফির প্রতি সন্দেহবাদী বা ব্যক্তিগতভাবে উদাসীন তারাও সম্ভবত স্বীকার করবেন যে এর সবই কুৎসিত, অমানবিক বা অবমাননাকর নয়। এমনকি বিদ্যমান প্রায় সমস্ত বিষয়বস্তু বাদ দিলেও, এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে বেশিরভাগ মানুষ, যদি একটি বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময় বর্ণালীর সংস্পর্শে আসে, তবে তারা কমপক্ষে কয়েকটি কাজ খুঁজে পাবে না যা তাদের সাথে

অনুরণিত হয়। কারণ তারা "ভন্ড" নয়, বরং কারণ কামোত্তেজক কল্পনা সঙ্গীত বা কবিতার মতোই বৈচিত্র্যময় এবং জটিল। "আমি এটাকে অপছন্দ করি বলেই নিষিদ্ধ করি" (নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য যুক্তি) এই নিষিদ্ধকরণবাদী যুক্তিটি যদি আমরা অযৌক্তিকভাবে মেনে নিই, তবুও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার পিছনে অন্তর্নিহিত বাক্যতত্ত্ব ভেঙে পড়বে।

3.2) নৈতিক দ্বৈত মান

বাস্তবে, পর্নোগ্রাফি অবমাননাকর এই ধারণাটি প্রায়শই একটি দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন যা সর্বদা নারী যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং সীমিত করার মতো কিছু হিসেবে দেখে আসছে। এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে পর্নোগ্রাফি করা মহিলাদের প্রায়শই খারাপভাবে বিচার করা হয়, অন্যদিকে পুরুষদের অনেক কম, এমনকি প্রশংসিতও না হলেও। এটি একই ধরণের প্যাটার্ন

যা অনেক সঙ্গীর সাথে একজন পুরুষের প্রশংসা করে এবং একই আচরণের জন্য একজন মহিলার নিন্দা করে। কিন্তু যদি সমস্যাটি সামাজিক কলঙ্ক হয়, তাহলে সমাধান হল পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা নয়: এটি হল তার চারপাশের মানসিকতা পরিবর্তন করা। পর্নোগ্রাফি নারীদের অবমাননা করে না, বরং সামাজিক রীতিনীতি যা তাদের যৌন পছন্দের জন্য নারীদের উপর নৈতিক বোঝা চাপিয়ে দেয়। এই রায় যৌন নিপীড়নের একটি রূপ। এই ধরনের নিন্দা কেবল অন্যায্যই নয় বরং প্রকৃত খ্রিস্টীয় নীতিশাস্ত্র যে ন্যায্যতা এবং বিচারহীনতার নীতিগুলিকে প্রচার করে তার সাথে মৌলিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু এই দাবির পিছনে আরও বেশি উদ্বেগজনক কিছু আছে যে একজন মহিলার পর্নোগ্রাফি "করতে হবে না", কারণ তিনি চান না, বরং অন্যরা বলে যে এটি তার অযোগ্য। এই যুক্তি প্রতিরক্ষামূলক নয়: এটি যৌনতাবাদী এবং পরিণামে অমানবিক।

এটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে মহিলারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম নন যে কোনটি তাদের মর্যাদাকে সম্মান করে বা অসম্মান করে। একজন মহিলাকে "তুমি পর্নোগ্রাফি তৈরি করতে পারো না" বলা কারণ এটি তোমার নৈতিক রুচিকে আঘাত করে, তাকে "তুমি জনসমক্ষে কথা বলতে পারো না" বা "তোমাকে বাড়িতে থাকতে হবে এবং রান্না করতে হবে" বলার চেয়ে আলাদা কিছু নয়।

এটি তার আমাকে রক্ষা করার বিষয়ে নয়, এটি তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে। কাউকে তার নিজস্ব মর্যাদা সংজ্ঞায়িত করার অধিকার অস্বীকার করা যেকোনো সম্মতিমূলক কাজের চেয়েও গভীরতর বস্তুনিষ্ঠতার রূপ। সেখানে বলা হয়েছে: ‘তোমাকে তুমি হতে দেওয়া হবে না, কারণ আমরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে তুমি কে হওয়া উচিত’”। আর কাউকে রক্ষা করার ভান করে তাদের অধিকার অস্বীকার করার চেয়ে নিষ্ঠুর বা অহংকারী আর কোনও অপমান নেই। আমি

নারীদের পক্ষে কথা বলার, শুধুমাত্র বিচারিতদের পাশে দাঁড়ানোর এবং তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য কথা বলার সাহস করি না।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে কলঙ্ক কেবল তাদের লক্ষ্য করে না যারা পর্নোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়। এটি তাদের উপরও আঘাত করে, সম্ভবত আরও নিষ্ঠুরভাবে, যারা একবার কৌতূহল, আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার অনুভূতি, এমনকি কিছু সহজ অর্থ উপার্জনের জন্য এটি অন্বেষণ করেছিল, এবং তারপর, সময়ের সাথে সাথে, তারা সন্দেহ করতে শুরু করেছে, ভাবছে যে সেই পছন্দটি তাদের উপর কোনও চিহ্ন রেখে গেছে কিনা। এই মহিলাদের উদ্দেশ্যে, আমি যতটা সম্ভব ভদ্রতা এবং শক্তি দিয়ে বলতে চাই: তোমরা কিছুই হারোনি। তোমাদের মর্যাদা নয়। তোমাদের ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার নয়। সম্মান এবং প্রকৃত ও কোমল ভালোবাসায় ভরা চোখে দেখার ক্ষমতা নয়। তোমাদের সাথে কোনও ভুল নেই, তখনও নয়, এখনও নয়। যারা তোমাদের

না বুঝে বিচার করে তারা কেবল তাদের নিজস্বতা প্রকাশ করছে। সীমা, তোমার নয়। তুমি আবেগের সাথে, শ্রদ্ধার সাথে, কবিতার সাথে ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। তুমি যা করেছো "তা সত্ত্বেও" নয়, বরং তোমার সাহসের জন্য আরও বেশি কিছু। কারণ নিজেকে প্রকাশ করা, লজ্জা না করে বিশ্বের কাছে বলা: 'এটা আমি', কেবল তোমার ত্বক প্রকাশ করা নয়, বরং তোমার আত্মাকে উন্মুক্ত করা। এবং এটিও গভীরভাবে মানবিক এবং গভীরভাবে যোগ্য কিছু। এর অর্থ এই নয় যে এই ধরণের পছন্দ হালকাভাবে করা উচিত। যেমনটি আমি আগেই বলেছি, "যদি সমস্যাটি সামাজিক কলঙ্ক হয়, তাহলে সমাধান হল পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা নয়: এটি হল এর চারপাশের মানসিকতা পরিবর্তন করা", কিন্তু সেই লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে, এবং কখনও সম্পূর্ণরূপে অর্জিত নাও হতে পারে। কলঙ্ক বিদ্যমান, এবং যদি কেউ এটিকে হালকাভাবে, শান্তির সাথে বহন করতে খুব ভঙ্গুর বোধ করে, তাহলে আমি মনে করি না এটিকে

উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এর সাথে এমন ব্যক্তির মূল্যের কোনও সম্পর্ক নেই যার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

3.3) অন্য মানুষের স্বাধীনতার ভয়

ব্যক্তিগতভাবে, বেশিরভাগ মানুষের মতো, আমি আবেগগত এবং যৌনভাবে একগামী এবং ব্যক্তিগত, এবং আমার যৌনতাকে ভিন্নভাবে জীবনযাপন করার কোনও আগ্রহ আমার নেই। কিন্তু এর ফলে আমি তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ বোধ করি না যারা আমার পছন্দ থেকে ভিন্ন পছন্দ করে (উদাহরণস্বরূপ, অশ্লীলতা বা প্রদর্শনীবাদের পছন্দ যা পর্নোগ্রাফিকে চিহ্নিত করে), ঠিক যেমন আমি এমন কারো চেয়ে ভালো বোধ করব না যারা চরম খেলাধুলা করে বা এমন আবেগের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে যা আমি অনুশীলন করব না। একমাত্র মানদন্ড যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ তা হল জড়িতদের ইচ্ছুক এবং অবহিত সম্মতি। যারা

আমার থেকে ভিন্নভাবে তাদের যৌনতা জীবনযাপন করে তাদের আমি কেন বলব, "আমি ধার্মিক এবং তুমি ভুল"? কোন বস্তুনিষ্ঠ নীতি এই ধরনের অবস্থানকে ন্যায্যতা দেয়? কোন অর্থে আমি নৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ? যৌন প্রকাশের দ্বারা প্রকৃত প্রেম হুমকির সম্মুখীন হয় না, বিশেষ করে যখন বোঝা যায় যে যৌনতা এবং প্রেম, যদিও তারা প্রায়শই মিলিত হয়, একই নয়। ইচ্ছা ছাড়াই আবেগগত সম্পৃক্ততা এবং আবেগগত সম্পৃক্ততা ছাড়াই আকাঙ্ক্ষা অনুভব করা যায়। এটি মানব প্রকৃতির কোনও ত্রুটি নয়। এটি এর সমৃদ্ধির অংশ। আমি দৃঢ়ভাবে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে, অথবা সমকামীদের ক্ষেত্রে, একই লিঙ্গের মানুষের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করি। যখন মানুষ প্রতিটি ধরণের স্নেহ বা ঘনিষ্ঠতাকে যৌনতার সাথে তুলনা করার প্রয়োজন অনুভব করে, যেন আমাদের একমাত্র আবেগগত ভাষাই কামুকতা। এমন বন্ধনের মধ্যে অপরিসীম সৌন্দর্য রয়েছে যা উপস্থিতি, আনুগত্য এবং অন্যের পাশে থাকার

শান্ত আনন্দ ছাড়া আর কিছুই চায় না। আমি বিশ্বাস করি, এই সংক্ষিপ্ত বিচ্যুতি ভুল নয়। দার্শনিক চিন্তাভাবনার অর্থ আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে গভীর সংযোগকে স্বীকৃতি দেওয়াও। যৌন স্বাধীনতার মধ্যে যৌনতায় লিপ্ত না হওয়ার স্বাধীনতা, গভীর, অ-কামোমূলক বন্ধন গড়ে তোলার স্বাধীনতা, পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ধরণ ছাড়াই আবেগপূর্ণ সম্পর্ক যাপনের স্বাধীনতাও অন্তর্ভুক্ত। এখানে, আমি এই ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছিলাম যে নির্দিষ্ট সংযোগগুলিকে যৌনতা বা শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, এটিই একই আবেগ যা পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করার তাগিদের ভিত্তি করে: লেবেলিং, শ্রেণীবদ্ধকরণ, নিয়ন্ত্রণের প্রতি আচ্ছন্নতা। অন্য কথায়, এই প্রতিফলনগুলি, যদিও ব্যক্তিগত, গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্য মানুষের স্বাধীনতাকে সম্মান করার আমাদের ক্ষমতা মানব সংযোগের বৈচিত্র্য বোঝার ক্ষমতা দিয়ে শুরু হয়। মানব

অভিজ্ঞতার এই সমৃদ্ধিই আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে আমরা বিচার করার কোনও অবস্থানে নেই।

যদি কোনও ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পর্নোগ্রাফি করার সিদ্ধান্ত নেন, তার কাজে সন্তুষ্টি পান এবং ক্ষতি না করেন, তাহলে আসল প্রশ্ন হল এটি বিচার করার অধিকার অন্য কারও আছে কিনা। আমরা কে বলব যে এটি "অপমানজনক"? ব্যক্তিগত অস্বস্তির উপর ভিত্তি করে নৈতিকতা আইন প্রণয়নের চেষ্টা বিপজ্জনকভাবে কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার কাছাকাছি চলে আসে এবং ব্যক্তিগত জীবনের উপর ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বৃহত্তর দার্শনিক উদ্বেগ উত্থাপন করে।

জন স্টুয়ার্ট মিল যেমনটি স্পষ্টভাবে "অন লিবার্টি"-এ বলেছেন:

>যখনই কোনও ব্যক্তির আচরণের কোনও অংশ অন্যদের স্বার্থকে ক্ষতিকারকভাবে প্রভাবিত করে, তখনই সমাজের তার উপর এখতিয়ার থাকে এবং এতে হস্তক্ষেপ করে সাধারণ কল্যাণ প্রচারিত হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু যখন কোনও ব্যক্তির আচরণ তার নিজের ছাড়া অন্য কারও স্বার্থকে প্রভাবিত করে না, অথবা তাদের প্রভাবিত করার প্রয়োজন হয় না, যদি না তারা পছন্দ করে (সকল ব্যক্তি পূর্ণ বয়স্ক এবং সাধারণ বোধগম্য)। এই ধরনের কোনও প্রশ্ন গ্রহণের কোনও অবকাশ নেই। এই ধরনের সমস্ত ক্ষেত্রে, কাজটি করার এবং পরিণতি সহ্য করার জন্য আইনি এবং সামাজিকভাবে নিখুঁত স্বাধীনতা থাকা উচিত।

ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই রকম বিতর্ক দেখা দেয়। ইচ্ছামৃত্যুর কথা বিবেচনা করুন: একজন সচেতন, সম্মত ব্যক্তিকে কি তাদের কষ্টের অবসান ঘটানোর অধিকার থেকে

বঞ্চিত করা উচিত? অথবা সমকামিতার কথা ধরুন, যা তুলনামূলকভাবে সম্প্রতি পর্যন্ত নীতিবাদী যুক্তির ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ ছিল যা আজকাল পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে কখনও কখনও নির্দেশিত হয়। বিশ্বের কিছু অংশে, এটি এখনও নিষিদ্ধ, প্রায়শই বিষমকামী পুরুষদের দ্বারা (অনেক প্রসঙ্গে, মহিলারা আরও সহনশীলতা দেখান এবং সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাদপসরণকারী দেশগুলিতে, তারা খুব কমই ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত হন) যারা, ঠিক কারণ তারা বিষমকামী পুরুষ, বোঝেন যে এমন একটি পৃথিবীতে নিজেদের আটকা পড়া কতটা যন্ত্রণাদায়ক হবে যেখানে পুরুষদের সাথে ঘনিষ্ঠতার একমাত্র অনুমোদিত রূপ হল একতা। এবং তবুও, এই বোধগম্যতা সত্ত্বেও, তারা লেসবিয়ান মহিলাদের উপর ঠিক এটি চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার বোধ করেন, তাদের নিজস্ব প্রকৃতি অনুসরণ করার এবং স্বাধীনভাবে ভালোবাসার অধিকার অস্বীকার করে। অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং অন্যদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা থেকে যা তারা নিজেরাই

কখনও সহ্য করতে রাজি হবে না। পর্নোগ্রাফির মতো, এই সমস্ত ঘটনা যা প্রকাশ করে তা হল অন্য মানুষের স্বাধীনতার একই অন্তর্নিহিত ভয় এবং ভিন্ন জিনিসের উপর নিয়ন্ত্রণের আবেশ।

তবুও যেহেতু সমকামী স্বাধীনতার প্রতিরক্ষা এত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আত্ম-উন্নতির জন্য এর শোষণের ঝুঁকিগুলিও স্বীকার করতে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, কিছু পশ্চিমা প্রেক্ষাপটে, আমরা এমন ব্যক্তিদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যক দেখেছি যারা যৌন সংখ্যালঘুদের পক্ষে কথা বলার আড়ালে, যাদের রক্ষা করার দাবি করে তাদের প্রকৃত কল্যাণের চেয়ে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়। এই গতিশীলতা, প্রায়শই সদ্গুণের চেয়ে অহংকার দ্বারা চালিত, জনমতকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে, সাংস্কৃতিক ক্লান্তি তৈরি করতে পারে এবং এমনকি সমকামী ব্যক্তিদের জন্য জীবনকে আরও কঠিন করে তুলতে

পারে, যারা আদর্শিক লড়াইয়ে বিব্রত, ভুলভাবে উপস্থাপন করা বা প্রতীকে পরিণত হতে পারে। বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে একই রকম ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, যেখানে কিছু কণ্ঠ ন্যায়বিচার নয়, বরং স্পটলাইট চায়। মর্যাদা এবং সমতার লড়াই অহংকার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার চেয়ে আরও ভাল প্রাপ্য। যেমন আলেসান্দ্রো মানজোনি একবার উল্লেখ করেছিলেন (বিবাহিতদের অধ্যায় 13), প্রায়শই এটি ঘটে যে

>সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থকরা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

একটি সত্য যা এখনও বহাল আছে: নম্রতা এবং পরিমাপ ছাড়াই সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থকরা প্রায়শই তাদের সেবা করার লক্ষ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

4) পর্নোগ্রাফি কি মানুষকে বস্তুনিষ্ঠ করে তোলে**?**

যদিও এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে কিছু ব্যক্তি সম্মতি এবং ঘনিষ্ঠ কাঠামোর মধ্যে যৌনতাপূর্ণভাবে বস্তুনিষ্ঠ হওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত যৌন তৃপ্তি খুঁজে পেতে পারে, বস্তুনিষ্ঠতা শব্দটি প্রায়শই নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইচ্ছা, মর্যাদা বা মানবতার ক্ষতি বোঝাতে। কিন্তু এগুলি মৌলিকভাবে ভিন্ন ধারণা। যৌনতামূলক বস্তুনিষ্ঠতা, যখন স্বাধীনভাবে নির্বাচিত হয় এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সাথে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন তা অমানবিকীকরণের মতো নয়। প্রথমটি ব্যক্তিগত অভিব্যক্তির একটি বৈধ রূপ হতে পারে; দ্বিতীয়টি হল আত্ম-লঙ্ঘন।

কিন্তু যখন আমরা পর্নোগ্রাফিতে বস্তুনিষ্ঠতার কথা বলি, তখন আমরা কি আসলেই পরেরটির কথা বলছি? যদি একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং সম্মতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পর্নো তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আমরা কে বলব যে তারা "একটি বস্তুতে

পরিণত"? যদি এই যুক্তিটি বৈধ হত, তাহলে আমাদের বলতে হত যে একজন মডেলকে বস্তুনিষ্ঠ করা হয় কারণ তার ন্নাদনিকতার জন্য প্রশংসা করা হয়, অথবা একজন ক্রীড়াবিদকে বস্তুনিষ্ঠ করা হয় কারণ তার মূল্য শারীরিক কর্মক্ষমতার সাথে যুক্ত। কিন্তু কেউ এই আপত্তি উত্থাপন করে না, কারণ এটা স্পষ্ট যে একজন ব্যক্তির মূল্য কখনও একক মাত্রায় হ্রাস পায় না। তদুপরি, পর্নোগ্রাফি যারা এটি অনুশীলন করে তাদের ব্যক্তিত্বকে বাতিল করে না। কেন এটি তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটি উপায় হতে পারে না?

"একটি বস্তু হিসাবে দেখা" এই অভিব্যক্তিটি নিজেই সমস্যাযুক্ত। একজন পর্নো শ্লিপীকে একটি পুতুল বা খালি খোলস হিসাবে দেখা হয় না: এটি ঠিক যে তিনি জীবিত, উপস্থিত এবং সচেতন যা দৃশ্যটিকে অর্থ দেয় এবং এটিকে কামোত্তেজক করে তোলে। যা ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে তা হল আত্মনিবেদনের

অনুপস্থিতি নয়, বরং তার সচেতন উপস্থিতি, দৃষ্টির পিছনে সচেতনতা, নিজেকে দেখানোর ইচ্ছাকৃত কাজ। তিনি একটি বস্তুতে সীমাবদ্ধ নন; তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি নির্দিষ্ট ন্নাদনিক কোড নিয়ে খেলতে বেছে নেন। এবং সেই ইচ্ছাকৃত পছ্নদই যৌন প্রদর্শনকে অমানবিকীকরণ থেকে পৃথক করে। ঠিক এই কারণেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সৃষ্ট পর্নোগ্রাফি, যতই বাস্তবসম্মত হোক না কেন, বাস্তব পর্নোগ্রাফির মতো মূল্য ধারণ করতে পারে না। এগুলি কেবল চিত্র নয়, এগুলি মানুষের উপস্থিতির প্রকাশ, সচেতন ব্যক্তিদের যারা দেখা যেতে পছ্নদ করে। পর্নোগ্রাফিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ঘিরে শীঘ্রই যে নৈতিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেবে তা আরও একটি প্রমাণ যে অভিনয়শ্লিপীদের বস্তু হিসেবে দেখা হয় না, বরং সচেতন ব্যক্তি হিসেবে দেখা হয়। যদি তাদের সত্যিকার অর্থে কেবল যন্ত্র হিসেবে দেখা হত, তাহলে পর্নোগ্রাফি কৃত্রিম প্রতিরূপে রূপান্তরিত হত। আমার দৃঢ় সন্দেহ আছে যে কখনও তা হবে।

কৃত্রিমভাবে তৈরি রূপক শ্লিপ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের কার্যকর হতে পারে, তবে পর্নোগ্রাফিতে এটি মানব উপাদানকে প্রতিস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে মানুষকে প্রায়শই প্রতিস্থাপনযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করা হয়: কারখানায়, অফিসে, গ্রাহক পরিষেবায়। অবশ্যই, অটোমেশনে অন্তর্নিহিতভাবে কোনও ভুল নেই: মেশিন দিয়ে মানুষের শ্রম প্রতিস্থাপন করা প্রায়শই অগ্রগতির লক্ষণ, নীতিশাস্ত্রের ব্যর্থতা নয়। তবে আমাদের অবশ্যই এটি কী প্রকাশ করে তা স্বীকার করতে হবে। যখন একটি যন্ত্র আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে, তখন মানুষকে নৈতিক দ্বিধা ছাড়াই বরখাস্ত করা হয়, যেন তাদের উপস্থিতির কোনও অন্তর্নিহিত মূল্য নেই। প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠতা দেখতে এমনই। বিদ্রূপাত্মকভাবে, পর্নোগ্রাফিতে (মানুষকে বস্তুতে পরিণত করার জন্য অভিযুক্ত ক্ষেত্র) মানুষের উপস্থিতি প্রতিস্থাপন করা যায় না। এবং এই পর্যবেক্ষণটি এই দাবির ভুল প্রমাণ করে যে

অভিনয়শিল্পীদের বস্তু হিসেবে দেখা হয়: যদি তারা সত্যিই হত, তাহলে AI প্রতিরূপ যথেষ্ট হত। অন্য কথায়, যেখানে বস্তুনিষ্ঠতার অভিযোগ বেশি, সেখানে বাস্তবে মানুষের অপরিবর্তনীয়তার স্বীকৃতি বেশি।

বাস্তবে, যারা পর্নোগ্রাফিকে "বস্তুগত" হিসেবে অভিযুক্ত করে, তারা প্রায়শই নারী যৌনতাকে কলঙ্কিত করার জন্য এটি করে। যে মহিলা তার শরীর প্রদর্শন করতে পছন্দ করেন, তাদের কেন "একটি বস্তুতে পরিণত" করা উচিত, যখন যারা এটি লুকিয়ে রাখেন তাদের "সম্মানজনক" বলে বিবেচনা করা হয়? এই মানসিকতা নারীদের সুরক্ষা দেয় না, এটি তাদের শিশু করে তোলে। প্রকৃত সম্মান তাদের বলা নয় যে তারা কী করতে পারে বা কী করতে পারে না, বরং তাদের নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া। পর্নোগ্রাফি তৈরি করা বা সন্ন্যাসিনী হওয়া উভয়ই বৈধ এবং গভীরভাবে সম্মানজনক পছন্দ। এটা ঘৃণ্য

যে এমন কিছু লোক আছে যারা একজনকে সম্মান করে কিন্তু অন্যটিকে নয়। উভয়ই আত্ম-সংজ্ঞার রূপ, কোনটিই কমবেশি মহৎ নয়, যতক্ষণ না তাদের স্বাধীনভাবে নির্বাচিত করা হয়।

কেউ কেউ ক্লাটকে পর্নোগ্রাফিকে মানুষকে একটি বস্তুতে পরিণত করার অভিযোগ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু এটি ঠিক তার মহৎ নীতি, যা আমাদের প্রতিটি ব্যক্তিকে লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করার নির্দেশ দেয়, এবং কখনও কেবল একটি উপায় হিসাবে নয়, যা এই যুক্তির ত্রুটি প্রকাশ করে। যদি কোনও ব্যক্তি, নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সত্ত্বেও, মনে করে যে তার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রদর্শন, তাহলে সে কোনও বস্তু নয়: সে এমন একজন ব্যক্তি যা তার নিজের শরীর এবং যৌনতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়। সেই ব্যক্তির প্রতি নৈতিক শ্রদ্ধার অর্থ হল সেই পছন্দকে সম্মান করা, দমন করা নয়। যৌনতার একটি প্রভাবশালী সামাজিক মডেলকে সমর্থন

করার নামে তাদের সেই স্বাধীনতা অস্বীকার করার অর্থ হল তাদের নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে না দেখে বরং তাদের ভাগ করে নেওয়ার উপায় (যেমন, যৌনতার একটি সামগ্রিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংরক্ষণ করা) হিসাবে বিবেচনা করা। এবং হ্যাঁ, এর অর্থ হল বস্তুনিষ্ঠতা।

কেউ কেউ আপত্তি জানাতে পারেন যে, এমনকি স্বায়ত্তশাসন এবং সম্মতি প্রদানের মাধ্যমেও, পর্নোগ্রাফিতে প্রায়শই এক ধরণের বস্তুনিষ্ঠতা জড়িত থাকে এবং এটি কেবল কান্টের নীতির বিরোধিতা করবে যে কখনই কোনও ব্যক্তিকে কেবল একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। যখন আমরা একজন প্রাপ্তবয়স্ক, নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, পর্নোগ্রাফিতে জড়িত হওয়ার অনুমতি দিই, তখন আমরা তাদের এমন কিছু করতে বাধ্য করছি না বা প্রতারণা করছি না যা তারা চায় না, আমরা তাদের একটি

চাহিদা পূরণ করতে দিচ্ছি, আত্ম-প্রকাশের একটি রূপ অনুসরণ করতে দিচ্ছি যা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

যখন একজন ব্যক্তি সচেতনভাবে নিজেকে অন্যদের দৃষ্টিতে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেন, এমনকি এমন একটি রূপে যা কামুকভাবে বস্তুনিষ্ঠতার সাথে খেলা করে, তখন তারা কোনও উপায়ে পরিণত হয় না। তারা একটি উদ্দেশ্য বেছে নিচ্ছে; তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ব্যবহার করছে। এই ধরনের ক্ষেত্রে, শরীর একটি ভাষা, অভিব্যক্তির একটি রূপ, এমনকি একটি সাংস্কৃতিক বা অস্তিত্বগত বিবৃতিতে পরিণত হয়। যদি আমি স্বেচ্ছায় এমন একটি ভূমিকা গ্রহণ করি, এমনকি এমন একটি ভূমিকা যা প্রতীকীভাবে আমাকে একটি "উপায়" হিসাবে রাখে, তবে আমি একজন বিষয় হিসেবেই থাকি। আমি সেই মুহূর্তের লেখক। আমি কান্টের বাধ্যবাধকতাকে যৌনাবেদনময় ভূমিকা বা নাট্যতার উপর নিষেধাজ্ঞা হিসাবে দেখি না, বরং ব্যক্তির সার্বভৌমত্বকে সম্মান করার আহ্বান হিসাবে দেখি, বিশেষ করে

যখন তাদের স্বাধীনতা অপ্রচলিত, কিন্তু নীতিগতভাবে ক্ষতিকারক, রূপ নেয়। সংক্ষেপে, গায়ক বা নৃত্যশিল্পীদের মতো আকাঙ্ক্ষিত হওয়া বা আনন্দ প্রদান করা, বস্তু হওয়ার মতো নয়।

আমরা যদি ঐতিহাসিক ক্লাটকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে আসি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি পর্নোগ্রাফি সম্পর্কে কী ভাবেন, তাহলে সম্ভবত তিনি ভীত হবেন (এবং আমি বাদ দিতে পারি না যে মিলের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য হতে পারে)। সেই প্রতিক্রিয়া তার সময়ের সাংস্কৃতিক এবং যৌন রীতিনীতি দ্বারা গঠিত হবে, তার নৈতিক দর্শনের মূল নীতি দ্বারা নয়। এই কারণেই আমি যুক্তি দিচ্ছি যে তার মূল নীতিগত ধারণাগুলিকে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করার জন্য কখনও কখনও তার ব্যক্তিগত বিচার থেকে সরে আসা প্রয়োজন হতে পারে। চ্যালেঞ্জ হল ক্লাটের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা নয়, বরং তার নৈতিক

পদ্ধতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকা: ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচনা করা এবং কেবলমাত্র সেই নীতিগুলির উপর কাজ করা যা আমরা ইচ্ছা করি সার্বজনীন আইন হিসাবে। আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকা সমস্ত দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, ক্লাট কিছু অর্থে মিলকে কয়েক দশক ধরে প্রত্যাশা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন ("পুরাতন করাত সম্পর্কে: তত্ত্বে এটি সঠিক হতে পারে কিন্তু বাস্তবে এটি কাজ করবে না"):

>কোনও মানুষ আমাকে তার ফ্যাশন অনুসারে সুখী হতে বাধ্য করতে পারে না, অন্য কারো মঙ্গল সম্পর্কে তার ধারণা অনুসারে। পরিবর্তে, প্রত্যেকেই তার সুখকে সেইভাবে অনুসরণ করতে পারে যা তার কাছে সবচেয়ে ভালো মনে হয়, যদি সে অন্য মানুষের একই উদ্দেশ্য অনুসরণ করার স্বাধীনতা লঙ্ঘন না করে, অর্থাৎ, সম্ভাব্য সার্বজনীন আইনের অধীনে প্রতিটি মানুষের

স্বাধীনতার সাথে সহাবস্থান করতে পারে এমন কিছু করার অধিকারের উপর।

অবশ্যই, যৌনতা সম্পর্কে কান্টের দৃষ্টিভঙ্গি জটিল ছিল, এবং আমার ক্ষেত্র পদার্থবিদ্যা, দর্শন নয়; আমি কেবল তার মূল নীতিগুলির একটি সৎ বিশ্বাসের দার্শনিক পাঠ উপস্থাপন করছি, যা আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা হয়েছে যেখানে নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলি পরিবর্তিত হয়েছে (আমি এখানে যে বাস্তবতার কথা উল্লেখ করছি তার অনেকগুলি কেবল বিদ্যমান ছিল না, এবং কান্টের সময়ে অকল্পনীয় ছিল) তবে সম্মান, স্বায়ত্তশাসন এবং আমাদের কর্মকান্ডের বিশ্বের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা একই রয়ে গেছে। আমি সাহস করে বলতে পারি যে ঐতিহাসিক কান্টের পর্নোগ্রাফির সম্ভাব্য প্রত্যাখ্যান তার দর্শনের মূলের সাথে সাংঘর্ষিক হবে, উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিটি ব্যক্তিকে লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করার বাধ্যবাধকতা এবং

কখনই কেবল একটি উপায় হিসাবে নয়, এবং কেবলমাত্র নীতিগুলির উপর কাজ করার ক্ষেত্রে যা যুক্তিসঙ্গতভাবে সার্বজনীন আইনে পরিণত হতে পারে (এই ক্ষেত্রে, যে নীতিটি আমরা ভাগ করতে পারি না তা এখনও সম্মান করা উচিত, যতক্ষণ না তারা অন্যদের সম্মান করে)। আমি এখানে যা করছি তা হল তার চিন্তাভাবনার একটি বিকশিত ব্যাখ্যা বিবেচনা করা, যা এর নৈতিক সারাংশ সংরক্ষণ করে, কিন্তু অন্য যুগের যৌন-ভীতিকর নীতিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে। কাউকে লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা মানে তাদের জীবনকে নির্দেশ দেওয়া নয়, বরং তাদের পছন্দ করার ক্ষমতাকে সম্মান করা।

5) পর্নোগ্রাফি কি একাকীত্বকে কাজে লাগায়**?**

কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে পর্নোগ্রাফি একাকীত্বকে কাজে লাগায়, কিন্তু এটি অন্তত দুটি কারণে একটি দুর্বল যুক্তি।

i) প্রথমত, পর্নোগ্রাফি কেবল একাকী ব্যক্তিদের জন্য নয়। সুখী এবং গভীরভাবে সংযুক্ত সম্পর্কের মধ্যে থাকা অনেক মানুষ একসাথে এটিকে ভাগ করে নেওয়া অভিজ্ঞতা হিসেবে উপভোগ করে।

ii) দ্বিতীয়ত, সমস্ত শ্লিপ মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বিদ্যমান। কৃষি কি ক্ষুধাকে কাজে লাগায়? ডাক্তাররা কি অসুস্থতাকে কাজে লাগায়? যদি আপনি এটিকে এভাবে বলতে চান, তাহলে হ্যাঁ, তবে এটি কেবল সমস্ত পেশার একটি বৈশিষ্ট্য। আমরা যখনই কাজে যাই, তখন আমরা যা করি তা হল একটি চাহিদা পূরণের জন্য। এবং এটি, সাধারণভাবে, সত্যিই একটি মহৎ জিনিস।

কখনও কখনও, এই চাহিদাগুলি মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়, তামাক, অ্যালকোহল, ফাস্ট ফুড, চিনিযুক্ত পানীয়, বা আবর্জনা টিভি বিবেচনা করুন। তবে, অ্যালকোহল বা তামাকের মতো পদার্থের বিপরীতে, পর্নোগ্রাফি, অন্তত যখন সচেতন এবং সম্মানজনকভাবে অভিজ্ঞতা হয়, তখন এটি একটি প্রাকৃতিক এবং স্বাস্থ্যকর চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। আসল প্রশ্ন হল: পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা আসলে কোন সমস্যার সমাধান করে? পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করলে সম্পর্ক নেই এমন পুরুষ ও মহিলাদের জীবন কীভাবে উন্নত হবে? একাকীত্বের বিষয়টি নিয়ে একমাত্র উদ্বেগের বিষয় হল, বিরল ক্ষেত্রে, মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতে পারেন যে পর্নোগ্রাফি মানুষের যোগাযোগের বিকল্প হতে পারে। যাইহোক, যেমনটি ইতিমধ্যেই ধারা 1.2-এ আলোচনা করা হয়েছে, কয়েকজনের দ্বারা অপব্যবহারের ঝুঁকি সকলের জন্য স্বাধীনতা দমনকে ন্যায্যতা দেয় না।

উপসংহারে, সমস্ত ব্যবহার সমানভাবে স্বাস্থ্যকর নয়, যেমন খাবার বা বিনোদনের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত সমস্যা তৈরি করতে পারে। তবে এটি পর্নোগ্রাফির দোষ নয়, কেবল একটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে সমস্ত আনন্দের জন্য ভারসাম্য এবং সচেতনতা প্রয়োজন।

6) "তিনি যদি আপনার মা হতেন**?"** যুক্তি

এটি একটি মানসিক ভ্রান্তির একটি ক্লাসিক উদাহরণ। কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথে জড়িত থাকলে কোনও কার্যকলাপ অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এই ধারণাটি কোনও যুক্তিসঙ্গত যুক্তি নয় বরং একটি আবেগগত প্রতিক্রিয়া। যদি আমার মা একজন পর্নো অভিনেত্রী হতেন, তবে এটি তার পছন্দ হত, ঠিক যেমনটি তিনি আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ বা শিল্পী হতে বেছে নিলে হত।

কিন্তু কেন এটি আমার জন্য সমস্যা হবে? যদি সে স্বাধীনভাবে সেই পথ বেছে নেয়, তাহলে আমার আপত্তি করার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকবে? আসল প্রশ্ন হলো সে কি এটা চায়? তোমার মা যদি K2 আরোহণ করতে চান তাহলে কী হবে? এটা আমাকে সত্যিই ভয় দেখাবে, কারণ ঝুঁকিগুলি জীবন-হুমকিস্বরূপ। যদিও আমি এখনও এটিকে *অত্যন্ত অন্যায্য* মনে করব, তবুও আমি অন্তত বুঝতে পারতাম কেন রাষ্ট্র নিরাপত্তার কারণে এই ধরনের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু পর্নোগ্রাফি? এতে অনেক মানুষের অভিজ্ঞতার মতো মানসিক এবং নৈতিক জটিলতা জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু যখন স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়া হয়, তখন এটি সহজাতভাবে ক্ষতিকারক নয় এবং এটিকে নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। সংক্ষেপে, "তিনি যদি আপনার মা হতেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমি ঠিক চার্লি চ্যাপলিনের মতোই প্রতিক্রিয়া জানাব যখন তিনি গর্বের সাথে বৈষম্যমূলক

একটি অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন: "আমার সেই সম্মান নেই"। পরিবারের একজন সদস্য একটি নির্দিষ্ট কার্যকলাপে জড়িত থাকা তার নীতিগত প্রকৃতি পরিবর্তন করে না।

7) "তিনি যদি আপনার স্ত্রী হতেন তাহলে কী হত**?"** যুক্তি

যদিও পূর্ববর্তী অংশে যা বলা হয়েছে তার বেশিরভাগই এখানে প্রযোজ্য, এই আপত্তিটি আরও গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে: এটি জনসাধারণের নৈতিকতার সাথে আবেদন করে না, বরং আরও ঘনিষ্ঠ কিছু, দুটি ব্যক্তির মধ্যে মানসিক বন্ধনের সাথে। এটি সমাজ কী অনুমোদন করে তা নিয়ে নয়, বরং রোমান্টিক প্রেম কী বুঝতে এবং আলিঙ্গন করতে পারে তা নিয়ে। এবং ঠিক এই কারণেই এটি সমান দার্শনিক মনোযোগের দাবি রাখে।
এটি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং স্বাধীনতাকে কীভাবে বুঝি তা নিয়ে ভাবতে পরিচালিত করে, কেবল এবং

অনুপযুক্ত বিচ্যুতি হিসাবে নয়, বরং কারণ "যদি এটি আপনার স্ত্রী হত?" পর্নোগ্রাফির প্রতি আপত্তির কোনও দার্শনিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যই প্রেম এবং অংশীদারিত্বকে কীভাবে কল্পনা করে তার উপর নির্ভর করে। এরপর যা ঘটে তা কোনও ব্যক্তিগত উপাখ্যান নয়, বরং সাধারণ নীতিগুলির একটি সেট, ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত, তবুও একটি সর্বজনীন মানবিক বাস্তবতার সাথে কথা বলার জন্য তৈরি। যেমনটি স্পষ্ট হয়ে যাবে, এই দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ বা নির্দেশমূলক নয়: এটি সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিক সংবেদনশীলতার জন্য স্থান ছেড়ে দেয়। সম্পর্কের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি মালিকানার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে। আমি আমার স্ত্রীর শরীরের মালিক নই: *সে* এর মালিক। যদি সে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেটা হবে তার সিদ্ধান্ত, আর আমার ভূমিকা হবে কেবল তাকে সম্মান করা এবং তার অনুভূতি বোঝা। ভালোবাসা নিয়ন্ত্রণ নয়, অন্য ব্যক্তির

স্বাধীনতার ভয়ও নয়। এটা হলো বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং ভালোবাসার মানুষটিকে তার কাছে বোধগম্য উপায়ে নিজেকে পূর্ণ করতে দেখার আকাঙ্ক্ষা। তা বলে, যেকোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে খোলামেলাতা এবং সততা মৌলিক। যদিও আমি ভালোবাসাকে দখল হিসেবে দেখি না, আমি একে পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি অংশীদারিত্ব হিসেবে দেখি। যদি আমার স্ত্রী আমাকে না জানিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তা বিশ্বাসঘাতকতা হবে, পছন্দের প্রকৃতির কারণে নয়, বরং এটি আমাদের সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখে এমন বিশ্বাসের ভিত্তি লঙ্ঘন করবে। স্বচ্ছতা অপরিহার্য: একটি দম্পতির মধ্যে সত্যিকারের স্বাধীনতা মানে অন্যের কথা বিবেচনা না করে যা খুশি তাই করা নয়, বরং পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শ্রদ্ধার সাথে খোলামেলাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

একটি প্রেমিক সম্পর্কে, যৌনতা (এবং আরও বিস্তৃতভাবে, শারীরিক ঘনিষ্ঠতা এবং স্পর্শ) এবং প্রেম একে অপরের সাথে মিশে যেতে পারে, কিন্তু তারা একই জিনিস নয়। কেউ তাদের হৃদয় ত্যাগ না করেই তাদের শরীর ভাগ করে নিতে পারে। আর কেউ স্পর্শ না করেও ভালোবাসার পূর্ণতা দিতে পারে। আমাদের সকলেরই এমন কিছু মানুষ আছে যাদের আমরা লালন করি এমন ভালোবাসা দিয়ে যা উজ্জ্বল এবং স্থায়ী, এবং সম্পূর্ণরূপে অযৌন। ঘনিষ্ঠতা সবসময় স্পর্শের উপর নির্ভর করে না। কখনও কখনও এটি উপস্থিতি, আনুগত্য বা পরিচিতি সম্পর্কে।

যে মহিলা পর্নোগ্রাফি করেন তিনি সুখী এবং প্রেমময় সম্পর্ক রাখতে পারেন না এই ধারণাটি একটি কুসংস্কার, বাস্তবতা নয়। তিনি এটিকে তার পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন, অথবা জীবনে একবার নিজের এই দিকটি অন্বেষণ করতে বেছে নিয়েছিলেন, তা কিছুই পরিবর্তন করে না। একটি রোমান্টিক বন্ধন যৌন ইতিহাস

দ্বারা পরিমাপ করা হয় না, বরং উপস্থিতি দ্বারা, দুটি আত্মার মধ্যে সংযোগের গভীরতা দ্বারা। ভালোবাসা "বিশুদ্ধতা" সার্টিফিকেট দ্বারা নয়, স্নেহ, সমর্থন এবং কোমলতা দিয়ে তৈরি। যে কেউ বিশ্বাস করে যে একজন মহিলাকে কেবল পর্নোতে তার যৌনতা ভাগ করে নেওয়ার কারণে একই আবেগ এবং নিষ্ঠার সাথে ভালোবাসা যায় না, তা একবার হোক বা বারবার হোক, সে প্রেম সম্পর্কে কিছুই বোঝে না।

একজন মহিলা এমনকি আত্মসমর্পণ, দৃশ্যমানতা এবং প্রকাশের কল্পনা সহ তার যৌনতার সবচেয়ে সাহসী, কাঁচা, সবচেয়ে নিষিদ্ধ রূপগুলিও অন্বেষণ করতে পারেন এবং এখনও কোমলতা, আনুগত্য এবং শ্রদ্ধার সাথে আলিঙ্গন করতে পারেন। সে একবার হোক বা বারবার, সে এখনও কারো না কারোর মনন, কারোর নোঙর, কারোর ঘর হতে পারে। যারা অন্য কথা বলে তারা ভালোবাসাকে অধিকারের সাথে এবং মর্যাদাকে সঙ্গতির সাথে

গুলিয়ে ফেলেছে। প্রকৃত ভালোবাসা অনেক রূপ ধারণ করে। এর মধ্যে একটি স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করে, ভয়ের সাথে নয়, বরং করুণার সাথে।

বিচারের জগতে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য শক্তির প্রয়োজন, এমনকি সংক্ষিপ্তভাবেও। অন্যরা যখন আঙুল তুলে ধরে তখনও আপনার সত্যকে আলিঙ্গন করা। সেই শক্তি কোনও নৈতিক ত্রুটি নয়। এটি সাহসের এক রূপ। এবং সেই সাহস, সেই উজ্জ্বল সততা, গভীরভাবে সুন্দর কিছু। এটি লজ্জার নয়, বরং প্রশংসার যোগ্য। এটি শীতলতার সাথে নয়, এমন ধরণের ভালোবাসার সাথে পূরণ করার যোগ্য যা আপনাকে লুকাতে বলে না, বরং আলোতে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এবং জীবনের ঝড়ের মধ্য দিয়ে আপনাকে ধরে রাখে।

আবেগগত একবিবাহ এবং যৌন একচেটিয়াতা দুটি ধারণা যা প্রায়শই সংযুক্ত থাকে কিন্তু স্বতন্ত্র থাকে। একজন ব্যক্তি তাদের শরীর ভাগ করে নিতে পারে এবং আবেগগতভাবে কেবল তাদের সঙ্গীর প্রতি নিবেদিত থাকে। আমি বলছি না যে যৌন একচেটিয়াতা ভুল, বরং অনেক দম্পতির জন্য এটি একটি সম্পূর্ণ বৈধ এবং মূল্যবান পছন্দ। তবে এই বিষয়ে অংশীদারদের মধ্যে সামঞ্জস্যতাই আসল। প্রতিটি দম্পতির সামাজিক চাপ ছাড়াই তাদের পছন্দ, সীমানা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব নিয়ম নির্ধারণ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিছু লোক যৌন বিশ্বস্ততাকে অপরিহার্য বলে মনে করে, আবার অন্যদের জন্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। মূল বিষয় হল অংশীদাররা একমত এবং এটি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় না। যদি দুজন ব্যক্তি আবিষ্কার করে যে তাদের এই বিষয়ে ভুল চাহিদা রয়েছে, তবে সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করা হবে তা কেবল তাদের উপর নির্ভর করে। যাইহোক,

আমি এটাও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমার অবস্থান কোনও "অপ্রকাশিত উদ্দেশ্য" থেকে আসে না। বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতি আমার কোনও আগ্রহ নেই। তবে এর অর্থ এই নয় যে আমি মালিকানায় বিশ্বাস করি, কেবল তার স্বাধীনতাকে সম্মান করি, নিজের জন্য একটি দাবি করি না। আমার কাছে, ভালোবাসা মানে অন্য ব্যক্তির সুখ চাওয়া। আমি কখনোই আমার স্ত্রী এবং তার জীবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে বাধা হতে চাই না। আমাদের সম্পর্ক জটিলতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর নির্মিত, নিরাপত্তাহীনতা, চাপিয়ে দেওয়া বা নিয়ন্ত্রণের উপর নয়। আমরা স্বাধীনভাবে একবিবাহ বেছে নিয়েছি, কারণ এটি আমাদের পরিচয় প্রতিফলিত করে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমি আমার স্ত্রীকে এমন কিছু করতে নিষেধ করার অধিকারী বোধ করব যা সে তার কাছে গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, অথবা যে সম্পর্কগুলি যৌনভাবে একচেটিয়া নয় সেগুলিও কম গভীর, বিশ্বস্ত বা আন্তরিক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোনও

দম্পতি যৌন একবিবাহ বেছে নেয় কিনা তা নয়, বরং তাদের বন্ধন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মতি এবং বোঝাপড়ার উপর নির্মিত কিনা। কিছু হৃদয় দেহ ঘোরাফেরা করার পরেও ঘনিষ্ঠ থাকে। যৌন একবিবাহ প্রেমের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ নয়। এটি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় নয়। সংক্ষেপে, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্বাধীনভাবে করা প্রতিটি পছন্দ সম্মানের যোগ্য। কারণ মূল কথাটি হল: ভালোবাসার "সঠিক" উপায় কী তা অন্য কাউকে বলার অধিকার কারও নেই।

8) "কিন্তু কোনও মহিলাই তা করতে চাইবেন না" যুক্তি

এমন কিছু অনুভূতি, বিশ্বাস বা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যা আমরা কখনও ভাগ করে নিতে পারি না, তবে এটি তাদের কম বাস্তব বা সম্মানের যোগ্য করে তোলে না। কখনও কখনও, মানুষ এমন কিছু করে যা বেশিরভাগ অন্যরা বুঝতে পারে না। রেসিং

ড্রাইভাররা এর একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ, তাদের অনেকেই কেবল দৌড়ের জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে তাদের জীবন ব্যয় করে। বাস্তবে, তারা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতে অর্থ প্রদান করে। এর চেয়ে স্পষ্টভাবে আর কিছুই ব্যাখ্যা করে না যে কিছু লোক গভীরভাবে অন্যদের পাগলামি হিসাবে যা দেখে তা ভালোবাসে।

প্রচলিত যৌন আকাঙ্ক্ষা থাকা, অথবা একেবারেই না থাকা কোনও ভুল নয়। এবং ঠিক যেমন আমরা এই অভিজ্ঞতাগুলিকে সম্মান করি, তেমনি আমাদের তাদের প্রতিও আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে হবে যাদের আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে (যেমন দৃশ্যমান হওয়ার ইচ্ছা, নিজের কামুকতা প্রকাশ্যে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা, যেমন পর্নোগ্রাফিতে পাওয়া প্রদর্শনীবাদের ধরণের ক্ষেত্রে ঘটে) এবং আমরা যা পুরোপুরি বুঝতে বা ভাগ করতে পারি না তা স্বীকার করার নম্রতা খুঁজে বের করা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল একটি আকাঙ্ক্ষা সামাজিক রীতিনীতির সাথে খাপ খায় কিনা তা নয়, বরং এটি সম্মতি, সচেতনতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সাথে অন্বেষণ করা হয়েছে কিনা।

এই প্রেক্ষিতে, আসুন আমরা এক মুহূর্ত থেমে পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে এই বিশেষ যুক্তির অর্থ নিয়ে চিন্তা করি, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সম্মতিসূচক প্রদর্শনীমূলক কল্পনাপ্রবণ নারীদের, তা হালকা হোক বা তীব্র, অস্তিত্বই নেই। এই দাবিটি কেবল ভুল নয়: মানবজাতির মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের আলোকে এটি এতটাই চরম যে এটি সম্পূর্ণরূপে হাস্যকর জগতের অন্তর্গত। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ, পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তির মধ্যে, এটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে নীতিগতভাবে ঘৃণ্য, বিদ্বেষপূর্ণ এবং অমানবিক। এটি পর্নোগ্রাফির সমস্ত সমালোচনার নিন্দা নয়: কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ উত্থাপন করে। আমি নীতিগতভাবে বিদ্বেষপূর্ণ হিসাবে

যা প্রত্যাখ্যান করি তা হল যে কোনও মহিলা কখনও স্বাধীনভাবে এটি কামনা করতে পারে তা অস্বীকার করা। এটি কেবল ভুল নয়, এটি নৈতিকভাবে অসম্মানজনক। কাউকে বলার চেয়ে নিষ্ঠুর আর কী হতে পারে যে তার থাকার ধরণ এতটাই অগ্রহণযোগ্য যে এটিকে মানুষের সম্ভাবনার ক্ষেত্র থেকে মুছে ফেলতে হবে? তাদের আকাঙ্ক্ষা এতটাই অবৈধ যে তারা কল্পনাও করতে পারে না?

এটি কেবল নিয়ন্ত্রণ নয়। এটি ধ্বংসের এক রূপ: কেবল স্বাধীনতাই নয়, বরং পরিচয় নিজেই মুছে ফেলার প্রচেষ্টা।

এই কারণেই কেবল তত্ত্বগতভাবে নারী স্বাধীনতা সহ্য করা যথেষ্ট নয়, আমাদের বাস্তবে এটিকে রক্ষা করতে হবে, এমনকি যখন এটি সামাজিক কলঙ্কের কারণ হয়। আপনি যদি একজন নারীর নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারে বিশ্বাস করেন, তাহলে পর্নোগ্রাফি তৈরির অধিকারকেও সম্মান করা উচিত। অন্যথা বলা

নারীবাদ নয় বরং নারীবিদ্বেষ। কেউ কেউ নারীদের রক্ষা করার দাবি করে, কিন্তু যারা তাদের ইচ্ছাকে ভয় এবং স্নেসরশিপের স্তরে চাপা দিতে বাধ্য হয় তাদের নীরব চিৎকার শুনতে ব্যর্থ হয়, এমন নারীরা যেখানে তাদের যৌনতা প্রকাশ করার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়, এমনকি অপরাধীও করা হয়। হ্যাঁ, পর্নোগ্রাফির মতো জিনিসের দমনের মাধ্যমেও। এবং এটি মুক্তি নয়, এটি স্বাধীনতার ঠ্বাডা শ্বাসরোধ। এই নীরব চিৎকার বিদ্যমান, কিন্তু যারা নারীদের রক্ষা করার দাবি করে তাদের নীতিবাদী ভন্ডামি দ্বারা এটি ডুবে যায়। আমরা দেখেছি যখন "পুণ্য" কে নিপীড়নের ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। এমনকি খ্রিস্টকেও এমন একটি জনতা ক্রুশবিদ্ধ করেছিল যারা ভেবেছিল যে এটি সঠিক কাজ করছে। ইতিহাস পুণ্যের নামে সংঘটিত ট্র্যাজেডিতে পূর্ণ।

এমন কিছু নারী আছেন যারা পর্নোগ্রাফি করতে ভালোবাসেন, কিন্তু এমন জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন যেখানে নারীর স্বাধীনতার ক্ষুদ্রতম প্রকাশকেও সহিংসভাবে শাস্তি দেওয়া হয়। তারা পর্নোগ্রাফির কারণে নয়, বরং এটি গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে: আইন দ্বারা নীরব করা হয়েছে, অথবা অন্য কোথাও কেবল কলঙ্কের কারণে। আমরা যদি সত্যিই স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, তাহলে আমাদের অবশ্যই একজন নারীর প্রকাশ বা আড়ালে থাকার অধিকার রক্ষা করতে হবে। তার যৌনতা প্রকাশ্যে প্রকাশ করা, অথবা গোপনে বেঁচে থাকা, অথবা একেবারেই না। স্বাধীনতা মানে পছন্দ, জোরজবরদস্তি নয়। এই নারীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ঠিক ততটাই অন্ধ যে অন্যরা তাদের গোপনীয়তার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে তা অস্বীকার করা। উভয় ধরণের দুর্ভোগ যৌন স্বাধীনতার অস্বীকৃতি থেকে উদ্ভূত হয়, ঠিক বিপরীত দিকে: একটি অবাঞ্ছিত এক্সপোজার থেকে (যার বিষয় আমরা ইতিমধ্যেই বিভাগ 2-এ অন্বেষণ

করেছি), অন্যটি কাঙ্ক্ষিত অভিব্যক্তির দমন থেকে। উভয় বাস্তবতাই আমাদের পূর্ণ মনোযোগের দাবি রাখে।

যারা বলেন যে নারীদের সুরক্ষার জন্য পর্নোগ্রাফি নিষিদ্ধ করা উচিত, আমি জিজ্ঞাসা করি: আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে সমস্ত নারী একই জিনিস চায়? কেউ কি কখনও নীরবে কষ্ট পায়নি কারণ তাদের নিজস্ব ইচ্ছামত বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? তুমি কি সত্যিই মনে করো যে এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনও নারী রাত জেগে ঘুমোয় না, ভয় বা লজ্জা ছাড়া নিজের মতো থাকার স্বাধীনতার জন্য আকুল, সম্ভবত কারণ সে প্রাণবন্ত, প্রদর্শনীমূলক কল্পনা পোষণ করে এবং নিজের ইচ্ছায় দেখা, প্রশংসিত, কাঙ্ক্ষিত হতে চায়? আর আরও খারাপ, সে কষ্ট পায়, এই ভেবে যে সে মূলে ত্রুটিপূর্ণ। তার আকাঙ্ক্ষাগুলো বিচ্যুত, তার কল্পনাগুলো লজ্জাজনক, তার নিজের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখার মতো কিছু। কিন্তু তার মধ্যে

কোনও ভুল নেই। এবং সে অন্য যে কারো মতো একই মর্যাদা এবং স্বাধীনতার যোগ্য। হয়তো সে পৃথিবীকে বলার স্বপ্ন দেখে, "এই আমি। আমি আছি। আমি এরকমই। এবং আমি লজ্জিত নই।" (একই কথা একজন বিশ্বাসী বা একজন নাস্তিকও বলতে পারেন যারা প্রতিকূল পরিবেশে তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করার সাহস করে।) এবং তবুও সে কষ্ট পায়, *ঠিক* কারণ কেউ, কোথাও, তাকে সেই স্বাধীনতা অস্বীকার করার জন্য লড়াই করছে।

উপসংহার

এই প্রতিক্রিয়াটিকে পর্নোগ্রাফির সমালোচনাহীন প্রতিরক্ষা হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়, যা নির্দিষ্ট কিছু প্রেক্ষাপটে অবশ্যই ক্ষতিকারক হতে পারে, বরং ব্যক্তি স্বাধীনতার লঙ্ঘন হিসেবে এর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী যুক্তি

হিসেবে ব্যাখ্যা করা উচিত। আমি অস্বীকার করছি না যে পর্নোগ্রাফি সম্পর্কিত সমস্যা থাকতে পারে, উদাহরণস্বরূপ মানসিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে। কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা স্বীকার করা নিষেধাজ্ঞাকে ন্যায্যতা দেয় না। অন্যান্য অনেক হাতিয়ারের মতো, পর্নোগ্রাফি সহজাতভাবে ভালোও নয়, সহজাতভাবে খারাপও নয়: এর মূল্য নির্ভর করে এটি কীভাবে এবং কারা ব্যবহার করছে তার উপর। এই অর্থে, পর্নোগ্রাফি অগণিত অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা নয়, যা দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করলে উপকারী হতে পারে কিন্তু অপব্যবহার করলে ক্ষতিকারকও হতে পারে।

পরিশেষে, মূল সমস্যাটি পর্নোগ্রাফি নিজেই নয়, বরং একটি গণতান্ত্রিক সমাজের সম্মতিপূর্ণ কাজের উপর নৈতিক বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত কিনা তা গভীর প্রশ্ন যা অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন করে না। প্রকৃত যৌন স্বাধীনতার অর্থ হল ইচ্ছা

প্রকাশের অধিকার এবং তা থেকে সরে আসার অধিকার উভয়কেই রক্ষা করা। এর অর্থ হল সাহসী এবং শান্ত উভয়কেই রক্ষা করা। এই নীতিটি কেবল যৌনতার বাইরেও বিস্তৃত: একটি মুক্ত সমাজের পরীক্ষা হল আমরা যা প্রশংসা করি তা কতটা রক্ষা করে, বরং আমরা যা করি না তা কতটা ন্যায্যভাবে আচরণ করে।

স্বাধীনতা প্রতিটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের ভিত্তি। চার্লি চ্যাপলিনের (মানবজাতির প্রতি বক্তৃতা) মতো বলতে গেলে, "আমাদের নিজেদেরকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয় যারা আমাদের কী করতে হবে, কী ভাবতে হবে এবং কী অনুভব করতে হবে তা বলে!" এই কারণেই এটি কেবল ছবি এবং পর্দা নিয়ে বিতর্ক নয়। এটি মানবিক মর্যাদা, স্বায়ত্তশাসন এবং অন্যদের আলাদা হতে দেওয়ার নৈতিক সাহস নিয়ে বিতর্ক। এবং সেই আলোকে, উত্তরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদি আপনি সম্মতিসূচক যৌন স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করেন, তাহলে আপনি কেবল ব্যক্তিদের একটি গোষ্ঠীকে নিপীড়ন করছেন না। আপনি আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এই লেখায় যে ধারণাগুলি রচিত হয়েছে তার মূল ইউরোপীয় জ্ঞানদানে, এই বিশ্বাসে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হল অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকার একটি প্রাকৃতিক অধিকার। কিন্তু সমুদ্রের ওপারে, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, একটি দেশ আইনে স্বাধীনতা এবং সুখের সন্ধানকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সাহস পেয়েছিল। এবং সেই সাহসী (কিন্তু গভীরভাবে অসম্পূর্ণ) অঙ্গভঙ্গির জন্য আমরা অনেক ঋণী। তাছাড়া, আজও যদি এমন কিছু দেশ থাকে যেখানে একজন ব্যক্তি এই ধরণের লেখা লিখতে পারেন এবং অন্যরা এটি পড়তে পারেন, তবে এটি তাদের রক্ত, সাহস এবং ত্যাগের জন্য ধন্যবাদ যারা বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতা, এমনকি

একটি কণ্ঠের জন্যও, রক্ষা করার যোগ্য। অন্ধকার সময়ে, তারা সবকিছু ঝুঁকি নিতে বেছে নিয়েছিল যাতে আমরা স্বাধীন হতে পারি। তারা সর্বদা বক্তৃতার বিষয়বস্তুর সাথে একমত হতেন না। কিন্তু তারা এটি বলার অধিকারে বিশ্বাস করতেন।

স্বাধীনতা প্রচলিতদের জন্য একটি বিশেষাধিকার নয়। এটি প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার।

কুয়াসো আল মুটে, গ্রীষ্ম ২০২৫

লেখকের নোট

আমি আমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যার সাথে পাহাড়ে হাঁটা বা হ্রদের ধারে, পিৎজা খাওয়ার সময়, অথবা চাইনিজ ডিনারের সময়, আমি প্রায়ই এই (এবং আরও অনেক!) দার্শনিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে কথোপকথন ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ

পেয়েছি। সেই মুহূর্তগুলিও এই লেখার অংশ। এই কথোপকথনগুলি আমার জীবনের সবচেয়ে বেশি মূল্যবান জিনিসগুলির মধ্যে একটি, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসার চেয়েও বেশি। তার উপস্থিতি, তার দয়া এবং পৃথিবীকে দেখার তার চিন্তাশীল উপায়ই আমার আনন্দের আসল উৎস।